জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

দ্বিতীয় শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আহমেদ

মেহেরুননেছা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন
মোঃ আরিফুল ইসলাম
সমন্বয়কারী
মোঃ আনিছুর রহমান

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয় । শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য 'শিক্ষক সংস্করণ', যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য 'শিক্ষক নির্দেশিকা' এবং 'শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য রয়েছে **ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা** শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন এবং পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকার শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিখন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাটি শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জনের লক্ষে শিক্ষককে সহায়তাদানের জন্যই শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে।

১. শিক্ষক প্রতিটি পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি কয়েকবার গভীর মনোযোগসহ পড়বেন।
২. শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।
৩. শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সালাম ও কুশল বিনিময় করবেন। প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে দু'জন করে শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিবেন।
৪. পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।
৫. শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।
৬. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন ও সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
৭. পঠন-পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন। এসব উপকরণ ছুটি বা অবসর সময়ে তৈরি ও সংগ্রহ করে স্কুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
৮. পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ছবিটি দেখতে বলবেন।
৯. উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সম্পৃক্ত করবেন।
১০. ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের কথায় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।
১১. পাঠের মূল বিষয় বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।
১২. শিক্ষক কেন্দ্রিক বক্তৃতাদান পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু প্রদর্শন ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন।
১৩. প্রতিটি পাঠ উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।
১৪. মূল্যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনী প্রশ্নাবলীর বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন।
১৫. ভুল উত্তর দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীদেরকে কখনও তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।
১৬. সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের "ধন্যবাদ" জানিয়ে প্রশংসা করা আবশ্যক।
১৭. বিষয়বস্তু ভিত্তিক সমগ্রপাঠ শেষ করার পর কমপক্ষে ৭টি পাঠ পুনরালোচনার জন্য রাখবেন।
১৮. শিখন-শেখানো কার্যাবলির সকল পর্যায়ে মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিবেন।
১৯. শিক্ষার্থীদেরকে দেয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষন করবেন এবং সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।
২০. বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠগুলোর শিখন-শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালনা করবেন।
২১. শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ইমান ও আকাইদ	১-১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	ইবাদত	১৩-৩১
তৃতীয় অধ্যায়	আখলাক	৩২-৫১
চতুর্থ অধ্যায়	কুরআন মজিদ সহিহ্ করে তিলাওয়াত	৫২-৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	রসুল (স)– এর জীবনাদর্শ	৫৯-৭৩

প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা:

১.১ কালিমা তায়্যিবা, আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স) এর পরিচয় জানা।

১.২ মহানবি (স) এর পিতা-মাতার নাম এবং তাঁর দীনের নাম জানা।

১.৩ আসমানি চার কিতাবের নাম ও প্রধান চার ফেরেশতা (আ) এর নাম জানা।

শিখনফল:

১.১ কালিমা তায়্যিবা বলতে পারবে।

১.২ মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে।

১.৩ রাসুল (স) এর নাম, তাঁর আব্বা আম্মার নাম বলতে পারবে।

১.৪ মহানবি (স) এর পিতা-মাতার নাম বলতে পারবে।

১.৫ চার কিতাব ও চার ফেরেশতার নাম বলতে পারবে ।

পাঠ বিভাজন: এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ–১

কালিমা তায়্যিবা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা:

ক. 'কালিমা তায়্যিবা' বলতে পারবে ও ইমান আনা সম্পর্কে বলতে পারবে ,আল্লাহ তায়ালা এবং রাসুল (স)–এর পরিচয় জানবে।

খ. "কালিমা তায়্যিবা" শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে পারবে।

গ. "কালিমা তায়্যিবা"এর অর্থ বলতে পারবে।

ঘ. পৃথিবী ও আকাশের সবকিছু আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন জানবে।

ঙ. আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা জানবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার,চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, মসজিদের ছবি, আকাশ, চাঁদ, তারা, গাছ–পালা, বাড়ি ইত্যাদিসহ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির ছবি। "কালিমা তায়্যিবা" এর শব্দকার্ড, বাক্যকার্ড।

বিষয়বস্তু : আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি আকাশ, মাটি, বৃষ্টি, ফল, ফুল, পাখি কোথা থেকে এলো? কে সৃষ্টি করেছেন এসব? আমরা মানুষ। আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে? কখনও ভেবে দেখেছো কি? আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী? পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন । তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পশুপাখি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, আকাশের সূর্য, চাঁদ, তারা ইত্যাদি তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের জীবনদাতা, খাদ্যদাতা এবং পালনকর্তা।

যুগে যুগে মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গিয়ে বিপথে চলে যায়। তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম মানতে অস্বীকার করে। আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যকে শরিক করে। নানা রকম দেবদেবীর পূজা করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হিদায়াতের জন্য অনেক নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে হযরত মুহাম্মদ(স)–কে মানুষের হিদায়াতের জন্য শেষ নবি–রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি "কালিমা তায়্যিবা" "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহু" ঘোষণা করলেন।

"কালিমা তায়্যিবা" এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগি কীভাবে করতে হয় তা মানুষকে শিক্ষাদানের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স)–কে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষকে "কালিমা তায়্যিবা" এর প্রতি ইমান আনার জন্য আহ্বান করেন। তাই আমরাও "কালিমা তায়্যিবা" এর প্রতি ইমান আনব এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করব। আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. আকাশ, মাটি, বৃষ্টি, ফল, ফুল, পাখি কোথা থেকে এল?

২. কে সৃষ্টি করেছেন এসব?

৩. আমরা মানুষ। আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

৪. আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী?

গ. আজকের পাঠ শিরোনাম "কালিমা তায়্যিবা" বোর্ডে লিখুন এবং আপনার সাথে সাথে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চস্বরে "কালিমা তায়্যিবা" বলতে বলুন।

ঘ. একইভাবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বোর্ডে লিখুন। উচ্চস্বরে শুদ্ধ উচ্চারণে বলুন এবং আপনার সাথে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরে বলতে বলুন।

ঙ. আজকের পাঠটি নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন–

১. আমরা কোথায় বাস করি?

২. পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ তায়ালা কার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

৩. আমাদের জীবনদাতা, খাদ্যদাতা এবং পালনকর্তা কে?

৪. আল্লাহ তায়ালা কাদের হিদায়াতের জন্য অনেক নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন

৫. মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গিয়ে কী করত?

৬. আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (স)–কে রাসুল হিসেবে কেন পাঠিয়েছেন?

৭. আল্লাহ তায়ালা শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে কাকে প্রেরণ করেছেন?

৮. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী ঘোষণা করেন?

৯."লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" এর অর্থ কী?

চ. শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করুন "কালিমা তায়্যিবা" লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহু"–এর প্রতিটি শব্দ দিয়ে তৈরি শব্দকার্ড, দলে বিভক্ত শিক্ষার্থীদের দিন।"কালিমা তায়্যিবা"–এর বাক্যকার্ড দর্শনযোগ্য স্থানে টাঙিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের দেখে দেখে শব্দসমূহ সাজিয়ে অনুরূপ বাক্য তৈরি করতে বলুন। এবার দলভিত্তিক সাজানো বাক্য অর্থাৎ "কালিমা তায়্যিবা" বলতে বলুন।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা "কালিমা তায়্যিবা" অর্থসহ বাড়ি থেকে লিখে আনবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. মানুষ সৃষ্টি করেছেন কে ?

ক. ফেরেশতা খ. আল্লাহ তায়ালা

গ. জিন ঘ. নবি–রাসুল।

২. আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিসের জন্য?

ক. তাঁর ইবাদত করার জন্য খ. খেলাধুলার জন্য

গ. শুধু কাজ করার জন্য ঘ. ঘুরে বেড়ানোর জন্য।

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

১. আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন?

২. আমরা কার ইবাদত করব?

৪. হযরত মুহাম্মদ (স) কী ঘোষণা করেন?

৫. "কালিমা তায়্যিবা"–এর অর্থ কী?

iii. নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. পৃথিবীর সবকিছু.... ... সৃষ্টি করেছেন ।

খ. তিনি আমাদের .....এবং ....।

গ. আল্লাহ তায়ালা হিদায়াতের জন্য অনেক ... ... পাঠিয়েছেন।

ঘ. .....এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

ঙ. পৃথিবীর সব মানুষকে "কালিমা তায়্যিবা" এর প্রতি.....আনার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স) আহ্বান করেন।

পাঠ–২

রাসুল (স)–এর পরিচয়

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. রাসুল (স)–এর নাম এবং তাঁর পিতা–মাতার নাম জানবে ও ইমান আনবে।

খ. আল্লাহ তায়ালা নবি ও রাসুল পাঠিয়েছেন কেন তা বলতে পারবে।

গ. তিনি আরবের মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন তা বলতে পারবে।

ঘ. তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা বলতে পারবে।

ঙ. তাঁকে আল আমীন বা সত্যবাদী বলা হতো কেন তা বলতে পারবে।

চ. কত বছর বয়সে তাঁর ওপর কুরআন মজিদ অবতীর্ণ হয় তা বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, পয়েন্টার, মসজিদের ছবি।

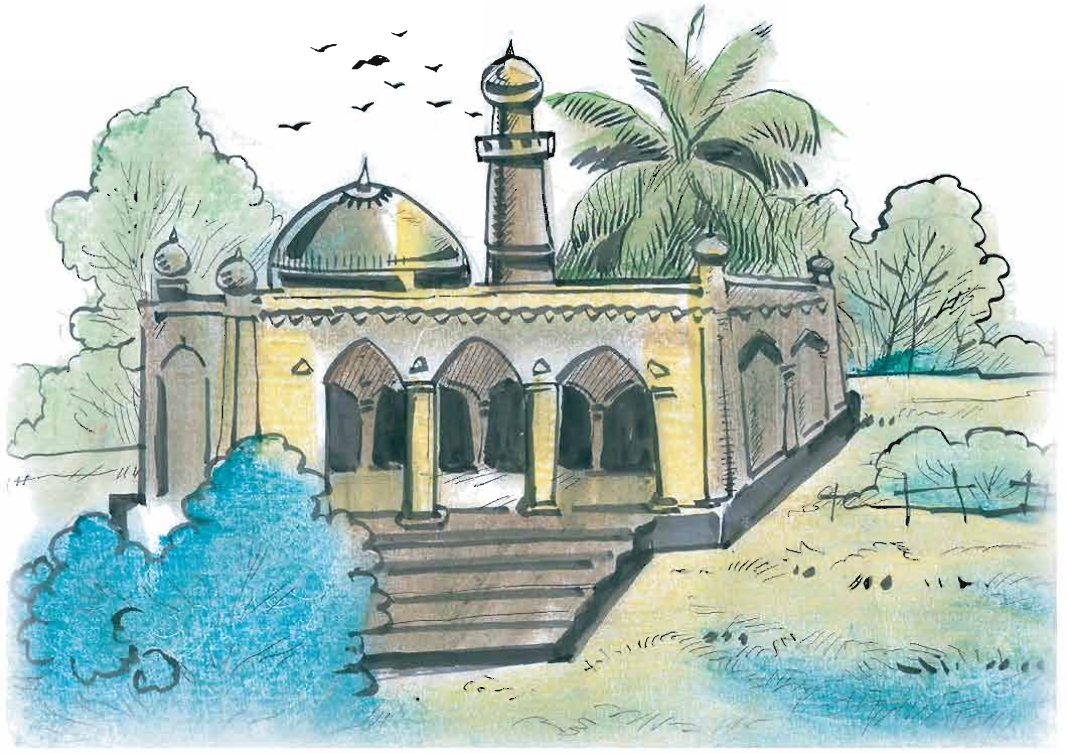

মসজিদের ছবি

বিষয়বস্তু :

মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের কথা ভুলে গিয়েছে। তখন ঐ সব লোকদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে নবি ও রাসুল পাঠিয়েছেন। এক সময় আরব দেশসহ সারা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যায়। তখন তারা দেব দেবীর পূজা করত। তারা চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, মারামারি করত। তারা নানা পাপ কাজে লিপ্ত থাকত। এই সময় আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (স)–কে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবি ও রাসুল হিসেবে পাঠালেন। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা। মহানবি (স) মহান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রাসুল ছিলেন।

তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি সত্যবাদী ছিলেন। এ জন্য তাঁকে আল আমীন বা সত্যবাদী বলা হতো। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর ওপর

কুরআন মজিদ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। মোট তেইশ বছরে কুরআন মজিদ অবতীর্ণ হওয়া শেষ হয়। ৬৩ বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (স) ইন্তিকাল করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. মহানবি (স) কে ছিলেন?

২. হযরত মুহাম্মদ (স) কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

৩. হযরত মুহাম্মদ (স) কেমন মানুষ ছিলেন?

গ. আজকের পাঠ শিরোনাম "রাসুল (স)–এর পরিচয়"বোর্ডে লিখুন। উচ্চস্বরে বলুন এবং আপনার সাথে সাথে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের কয়েকবার উচ্চস্বরে "রাসুল (স) এর পরিচয় " বলতে বলুন। এরপর এককভাবে প্রত্যেককে "রাসুল (স)–এর পরিচয়" বলতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।

১. আরব দেশসহ সারা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে কী করতো?

২. আল্লাহ তায়ালা কাকে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবি ও রাসুল হিসেবে পাঠালেন?

৩. হযরত মুহাম্মদ (স) আরব দেশের মক্কা নগরীতে কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

৪. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর পিতা ও মাতার নাম কী ?

৫. মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গিয়ে কী করত?

৬. পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ ছিলেন কে?

৭. কত বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (স) ইন্তিকাল করেন?

৮. কার ওপর কুরআন মজিদ অবতীর্ণ হয়?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা রাসুল (স) এবং তাঁর পিতা–মাতার নাম পাঁচবার লিখবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. ৪টি উত্তরের মধ্যে কোনটি সঠিক উত্তর জিজ্ঞেস করুন।

১. সারা দুনিয়ার মানুষের নবী ও রাসুল কে?

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) খ. হযরত ঈসা (আ)

গ. হযরত মুসা (আ) ঘ. হযরত দাউদ (আ)।

২. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে কোন নবি জন্মগ্রহণ করেন?

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) খ. হযরত ইব্রাহিম (আ)

গ. হযরত মুসা (আ) ঘ. হযরত ইসমাইল (আ)।

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

১. মহানবী (স) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২. তাঁর পিতা ও মাতার নাম কী?

৩. হযরত মুহাম্মদ (স) – কে আল্লাহ তায়ালা কাদের নবি ও রাসুল হিসেবে পাঠালেন?

৪. কত বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর কুরআন মজিদ অবতীর্ণ শুরু হয়?

iii. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিলাও–

১. মানুষ সৃষ্টি করেছেন	আল্লাহ তায়ালা নবি ও রাসুল পাঠিয়েছেন।
২. সারা দুনিয়ার মানুষের নবি ও রাসুল	ইবাদতের জন্য ।
৩. মানুষকে আল্লাহর পথে আনার জন্য	হযরত মুহাম্মদ (স)।

পাঠ–৩

প্রধান চার কিতাব

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. আসমানি প্রধান চার কিতাবের নাম সঠিকভাবে বলতে পারবে

খ. মহান আল্লাহ কেন আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন তা বলতে পারবে।

গ. নবি ও রাসুলের পার্থক্য বলতে পারবে।

ঘ. আসমানি কিতাব এবং সহিফার সংখ্যা বলতে পারবে।

ঙ. সব কিতাবের ওপর ইমান আনা ফরয বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, কুরআন মাজিদের ছবি।

বিষয়বস্তু : মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী নবি রাসুলগণের নিকট আসত। এই বাণী সমষ্টি যে পুস্তকে লিখিত থাকে তাকে কিতাব বলে। মহান আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এসব কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে চলবে সে নিয়ম ও বিধানসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে সব নবির নিকট আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে তাঁদেরকে রাসুল বলে। আর যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব নাযিল হয় নাই তাঁরা হলেন নবি। রাসুলগণের নিকট আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল(আ) এর মাধ্যমে আসমানি কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন।

কুরআন মজিদ আসমানি কিতাব। পবিত্র কুরআন মজিদে আমরা কোন্ কাজ করব, কোন্ কাজ করব না, কীভাবে চলব এসব বিষয় উল্লেখ রয়েছে। কুরআন মজিদ আরবি ভাষায় লেখা। তাই আমরা আরবি ভাষা শিখে কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে পড়ব। বড় হয়ে পবিত্র কুরআনের অর্থ শিখবো ও কুরআন মজিদের নির্দেশ অনুসারে চলব। পবিত্র কুরআন মেনে চলব। আসমানি কিতাব ১০৪ খানা। তার মধ্যে ৪ খানা কিতাব ও ১০০ খানা সহিফা বা ছোট পুস্তিকা। আমরা প্রথমে বড় ৪ খানা কিতাব সম্পর্কে জানবো। কুরআন মজিদ হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর নাযিল হয়। আসমানি কিতাবের ওপর ইমান আনা ফরজ।

তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল

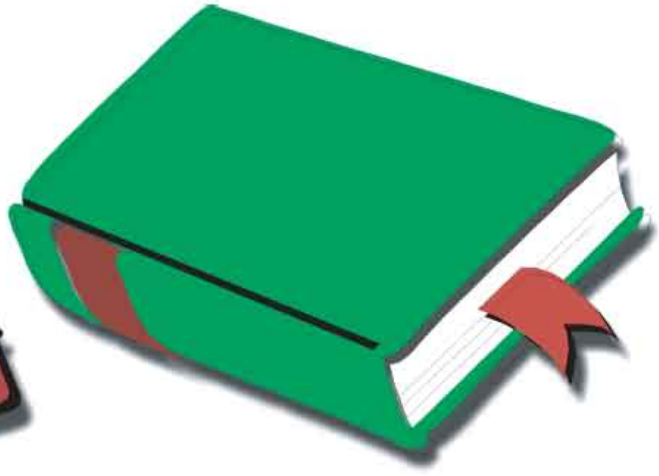

আল-কুরআন

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

২. এ গ্রন্থ কোন্ ভাষায় লেখা?

৩. এ কিতাবে কী লেখা আছে?

গ. আজকের পাঠের বিষয়বস্তু প্রধান "চার কিতাব"বোর্ডে লিখুন এবং উচ্চস্বরে পড়ে শোনান। আপনার সাথে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরে "চার কিতাব" বলতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন

১. বড় ৪ খানা আসমানি কিতাবের নাম কী?

২. আসমানি কিতাবের সংখ্যা কত?

৩. সহিফা বা ছোট পুস্তিকার সংখ্যা কত?

৪. কুরআন মজিদ কার উপর নাযিল হয়?

৫. কারা নবি এবং কারা রাসুল?

পরিকল্পিত কাজ: চার আসমানি কিতাবের নাম পোস্টার পেপারে (দলগতভাবে) লিখবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখালেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

১. সব কিতাবের ওপর ইমান আনা কী?

ক. নফল খ. সুন্নাত

গ. ফরজ ঘ. ওয়াজিব।

২. আল্লাহ তায়ালা কোন ফেরেশতার মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেছেন?

ক. হযরত ইস্রাফিল (আ) খ. হযরত আযরাইল (আ)

গ. হযরত জিব্রাইল (আ) ঘ. হযরত মিকাইল (আ)

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

১. কুরআন মজিদ কার ওপর নাযিল হয়েছে?

২. মহান আল্লাহ কীসের জন্য এসব কিতাব নাযিল করেছেন?

৩. আসমানি কিতাব কয়খানা?

৪. পবিত্র কুরআন মজিদে কী বিষয় উল্লেখ আছে?

iii. নিচের বাক্যগুলোর ফাঁকা জায়গায় কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. আসমানি কিতাব.....খানা।

খ. কুরআন মজিদ.... ...(স)–এর ওপর নাযিল হয়।

গ. যে সব নবির নিকট আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে তাঁদেরকে..... বলে।

পাঠ–৪

চার ফেরেশতা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. চার ফেরেশতার নাম বলতে পারবে।

খ. প্রধান চার ফেরেশতার নাম জানবে ও বলতে পারবে।

গ. প্রধান চার ফেরেশতার কাজসমূহ উল্লেখ করতে পারবে।

ঘ. ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি এবং তাঁদের আহার নিদ্রার প্রয়োজন হয় না বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, আকাশ, চাঁদ, তারা, গাছপালা, ফুল, পাখি, ফসলের মাঠ, ঘরবাড়ি ইত্যাদিসহ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির ছবি।

বিষয়বস্তু : মহান আল্লাহ তায়ালা এ বিশাল পৃথিবী ও পৃথিবীতে মানুষ, জিন, জীব জন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, পাহাড়পর্বত, নদনদী, আকাশের সূর্য, চাঁদ, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘমালা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ বিশাল সৃষ্টি পরিচালনার জন্য তিনি ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। এই ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি। নূর মানে আলো। তাঁরা পুরুষও নন নারীও নন। তাঁদের আহার নিদ্রার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা সব সময় আল্লাহর হুকুম মানেন ও হুকুম পালনে নিয়োজিত থাকেন। ফেরেশতার সংখ্যা অগনিত। তাঁদের মধ্যে ৪জন প্রধান। তাঁদের নাম ও তাঁরা যে দায়িত্বে নিয়োজিত তা নিম্নরূপ –

১. হযরত জিব্রাইল (আ) : তিনি আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর ওহি নবি রাসুলগণের নিকট পৌঁছাতেন।

২. হযরত মিকাইল (আ): তিনি বৃষ্টিপাত, পানি ও জীবিকা বণ্টনের দায়িত্ব পালন করেন।

৩. হযরত আযরাইল (আ) : তিনি সব প্রাণি ও জীবের জান কবজ করার দায়িত্ব পালন করেন।

৪. হযরত ইস্রাফিল (আ) : কিয়ামতের সময় আল্লাহর হুকুমে তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। এতে সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। পরে আল্লাহর হুকুমে তিনি আবার শিঙ্গায় ফুঁ দিলে সব জীব জীবন ফিরে পাবে এবং হাশরের মাঠে একত্রিত হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে তৈরি করুন।

১. আকাশ, মাটি, বৃষ্টি, ফল, ফুল,পাখি কে সৃষ্টি করেছেন?

২. আমরা মানুষ। আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে?

৩. আমরা পৃথিবীতে বাস করি। কে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী?

গ. আজকের পাঠ শিরোনাম "চার ফেরেশতা" বোর্ডে লিখুন এবং উচ্চস্বরে পড়ে শোনান। আপনার সাথে সাথে দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্চস্বরে "চার ফেরেশতা" বলতে বলুন।

ঘ. আজকের পাঠটি নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন

১. এ বিশাল সৃষ্টি পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ কাদের তৈরি করেছেন?

২. ফেরেশতার সংখ্যা কত?

৩. ফেরেশতাগণ কিসের তৈরি?

৪. প্রধান চার ফেরেশতার নাম কী?

৫. ফেরেশতাগণের আহার নিদ্রার প্রয়োজন হয় কী?

৬. ফেরেশতাগণ সব সময় কার হুকুম মানেন ও হুকুম পালনে নিয়োজিত থাকেন?

পরিকল্পিত কাজ: প্রধান চার ফেরেশতার নাম পোস্টার পেপারে (দলগতভাবে) লিখবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখিয়েছেন, শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি জিজ্ঞেস করুন।

১. সৃষ্টিসমূহ পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ কাদের তৈরি করেছেন?

ক. ফেরেশতা খ. মানুষ

গ. জিন ঘ. নবি–রাসুল

২. হযরত জিব্রাইল (আ) এর কী কাজ ছিল?

১. ওহি পৌঁছানো ৩. বৃষ্টিপাত, পানি ও জীবিকা বণ্টন

২. জান কবজ ৪. পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানো।

৩. ফেরেশতাগণ কিসের তৈরি?

ক. আগুনের খ. মাটির

গ. নূরের ঘ. পাথরের।

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

১. প্রধান চার ফেরেশতার নাম কী?

২. হযরত ইস্রাফিল (আ) এর কাজ কী?

৩. ফেরেশতাগণ কিসের তৈরী?

৪. প্রধান চার ফেরেশতার কাজ কী?

iii. নিচের বাক্যগুলোর ফাঁকা জায়গায় কী হবে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. হযরত জিব্রাইল (আ) আল্লাহর হুকুমে.....পৌঁছাতেন।

খ. জান কবজ.... .... ফেরেশতার কাজ।

গ. এ বিশাল সৃষ্টি পরিচালনার জন্য আল্লাহ তায়ালা.....সৃষ্টি করেছেন।

ঘ. তাঁরা .....নন ..... নন ।

ঙ. তাঁরা সব সময় ..... হুকুম মানেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা:

২.১ রুকূর তাসবিহ, রুকু থেকে ওঠার দোয়া, সিজদাহর তাসবিহ জানা ও অনুশীলন করা।

২.২ লেখা-পড়া শুরুর পূর্বের দোয়া জানা।

২.৩ বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া, খাওয়ার পূর্বের দোয়া, খাওয়ার শেষের দোয়া জানা।

২.৪ নাক, চোখ ও মুখমণ্ডল ধোয়া।

২.৫ গাছ পালার পরিচর্যা করা।

২.৬ মদিনার মসজিদের ছবি দেখে চেনা।

শিখনফল:

২.১ রুকু ও সিজদাহর তাসবিহ বলতে পারবে ।

২.২ লেখা পড়া শুরুর পূর্বের দোয়া বলতে পারবে ।

২.৩ বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া, খাওয়ার পূর্বের ও খাওয়ার শেষের দোয়া বলতে পারবে।

২.৪ নাক, চোখ ও মুখমণ্ডল পরিষ্কার রাখবে।

২.৫ গাছপালার পরিচর্যা করবে।

২.৬ মদিনার মসজিদের ছবি দেখে চিনবে।

পাঠ বিভাজন: এ অধ্যায়কে ৫টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ–১

রুকু ও সিজদাহ্–এর তাসবিহ

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা –

ক. রুকু ও সিজদাহ্র তাসবিহ বলতে পারবে।
খ. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের নাম বলতে পারবে ।
গ. রুকুর মধ্যে যে তাসবিহ পড়তে হয় তা বলতে পারবে।
ঘ. সিজদাহ্ এর সময় যে তাসবিহ পড়তে হয় তা বলতে পারবে।
ঙ. কোন অবস্থাকে রুকু বলে তা বলতে পারবে।
চ. কোন অবস্থাকে সিজদাহ বলে তা বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, মসজিদে নামায পড়ার ছবি, রুকূ ও সিজদাহ্ এর তাসবিহ লেখা কার্ড।

মসজিদে নামায পড়ার ছবি

বিষয়বস্তু :

আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো সালাত। সালাত আরবি শব্দ। সালাতকে ফারসি ভাষায় নামায বলা হয়। এর গুরুত্ব এবং ফযিলতও সবচেয়ে বেশি। দিনে রাতে দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করা ফরজ। পাঁচ ওয়াক্ত নামায হলো যথাক্রমে ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। প্রত্যেক মুসলমান ছেলে ও মেয়ের প্রাপ্ত বয়সে নামায আদায় করা ফরজ। সালাত মুসলমানদের আমলের ভিত্তি মজবুত করে। ইমানকে মজবুত করে। বিপদের সময় সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে আল্লাহ বিপদ দূর করে দেন। নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, কুরআন মজিদের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা, রুকু করা, সিজদাহ করা, বসে তাশাহহুদ পাঠ করা, সালাম ফিরানো ইত্যাদি অনেক আমল করতে হয়। এর মধ্যে রুকু হলো, হাতের পাতা হাঁটুতে রেখে মাথা, কোমর ও পিঠ এক বরাবর করে সম্মুখে মাথা ঝুঁকানো অবস্থা। কনুই পাজর থেকে ফাঁক করে রাখতে হবে। এই রুকু করা অবস্থায় কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবিহ পাঠ করতে হয়। রুকুর তাসবিহ হল "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আযীম" (অর্থ–আমি আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। রুকু শেষ করে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (অর্থ–যে আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তাহা শুনেন)। বলতে বলতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। দাঁড়ানো অবস্থায় "রাব্বানা লাকাল হামদ" (অর্থ–হে আমাদের রব তোমার জন্য সকল প্রশংসা) বলতে হয়। তারপর আল্লাহু আকবার বলতে বলতে সিজদায় যেতে হয়।

রুকু করার ছবি

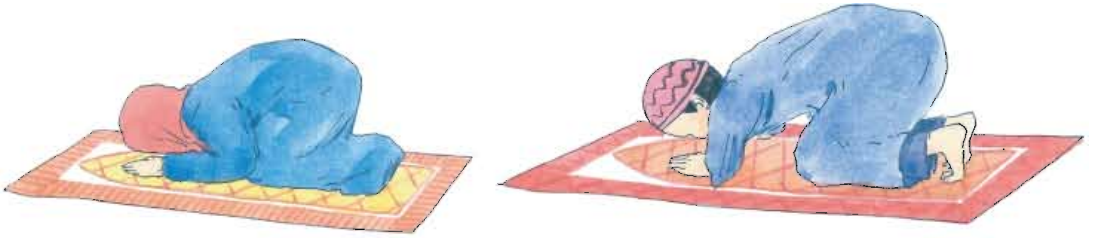

সিজদাহ করার ছবি

সিজদাহ করার নিয়ম: প্রথমে মাটিতে দুই হাঁটু রাখতে হয়। তারপর দুই হাতের পাতা মাটিতে রেখে দুই হাতের মাঝখান দিয়ে মাথা, নাক ও কপাল মাটিতে রাখতে হয়। সিজদাহ অবস্থায় কমপক্ষে তিনবার সিজদাহ এর তাসবিহ সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলতে হয়। (অর্থ– আমার রব অতি মহান ও পবিত্র)। এ ছাড়া নামাযের মধ্যে আরও অনেক দোয়া পড়তে হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

(ক) শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও তাদের সালামের জবাব দিতে সহায়তা করুন। "তোমরা কেমন আছ? " বলে কুশল বিনিময় করুন।

(খ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পারে তাকে একটি ছড়া বলতে বলুন। সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন কেমন লেগেছে।

(গ) নামাজ পড়ার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করুন–

১. ছবিটি কীসের?
২. রুকু কীভাবে করতে হয় তোমরা কী জান?
৩. সিজদাহ কীভাবে করতে হয় তোমরা কী জান?

(ঘ) এবার "রুকু ও সিজদাহর তাসবিহ" পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন ও উচ্চস্বরে কয়েকবার বলুন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন।

(ঙ) এখন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলুন আজকে আমরা নামাজের "রুকু ও সিজদাহ তাসবিহ" সম্পর্কে জানব।

(চ) ছবির সাহায্যে আজকের পাঠটি সহজ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

(ছ) শিক্ষক নিজে সঠিকভাবে রুকু ও সিজদাহ' করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এরপর ২/৪ জন শিক্ষার্থীদের রুকু ও সিজদাহ করে দেখাতে বলবেন।

(জ) নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন–

১. নামাযকে আরবি ভাষায় কী বলে?

২. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের নামগুলো কী কী?

৩. নামাযের রুকু কিভাবে করতে হয়?

৪. রুকুতে কী তাসবিহ পড়তে হয় এবং কতবার পড়তে হয় ?

৫. রুকু থেকে মাথা ওঠানোর সময় কী বলতে হয় ?

৬. রুকু থেকে মাথা ওঠানোর পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কী বলতে হয়?

৭. সিজদাহ্ কিভাবে করতে হয়?

৮. সিজদাহ্–এর মধ্যে কী তাসবিহ পড়তে হয়?

(ঝ) শিক্ষার্থীদের দুটি দলে বিভক্ত করুন ও রুকু এবং সিজদাহ্ এর তাসবিহ্ লেখা কার্ড দিন। আপনি প্রশ্ন করুন, রুকুর তাসবিহ্ কী? সিজদাহর তাসবিহ্ কী? কার্ড দেখিয়ে তাদের উত্তর দিতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলন করান।

(ঞ) পাঠ শেষ করার আগে শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করে উত্তর দিন।

পরিকল্পিত কাজ: ছেলে এবং মেয়ে সঠিক নিয়মে রুকু এবং সিজদাহ্ করে দেখাবে। রুকু এবং সিজদাহ্ এর তাসবিহ্ বলবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখালেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোন্‌টি জিজ্ঞেস করুন।

১. দিনে–রাতে কতবার নামায আদায় করতে হয়?

ক. সাতবার খ. চারবার

গ. পাঁচবার ঘ. তিনবার ।

২. রুকুর তাসবিহ কী?

ক. "সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম " খ. "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা

গ. "সামিআল্লাহুহু লিমান হামিদাহ" ঘ. "রাব্বানা লাকাল হামদ "

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

১. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায কী কী?

২. রুকুতে কী তাসবিহ পড়তে হয়?

৩. "রাব্বানা লাকাল হামদ " কখন পড়তে হয়?

৪. সিজদাহ কিভাবে করতে হয়?
৫. সিজদাহর মধ্যে কী তাসবিহ পড়তে হয়?
৬. রুকু ও সিজদাহ কিভাবে করতে হয়?

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মেলাতে বলুন–

ক.	সালাত	সুবহানা রাব্বিয়াল আ লা।
খ.	নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো	আরবি শব্দ।
গ.	রুকুর তাসবিহ হলো	নামাযের আমল বা কাজ।
ঘ.	সিজদাহ এর তাসবিহ	"সুবহানা রাব্বিয়াল" আযীম।

পাঠ–২

লেখাপড়া শুরুর পূর্বের, বাড়ি থেকে বের হওয়ার এবং খাওয়ার পূর্বের ও খাওয়ার শেষের দোয়া

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা:

(ক) লেখা পড়া শুরুর পূর্বের দোয়া জানবে, মুখস্থ বলতে পারবে এবং অনুশীলন করবে।
(খ) বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া জানবে, বলতে পারবে এবং অনুশীলন করবে।
(গ) খাওয়ার পূর্বের দোয়া জানবে, বলতে পারবে এবং অনুশীলন করবে।
(ঘ) খাওয়ার শেষের দোয়া জানবে, বলতে পারবে এবং অনুশীলন করবে।
(ঙ) কী করলে কাজে বরকত হয়, সফলতা আসে তা বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড ও দোয়াসমূহের চার্ট।

বিষয়বস্তু : সব ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি খুব ভালোবাসেন। আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি মানুষ। পৃথিবীর সবকিছু তিনি মানুষের আরাম আয়েস ও আনন্দের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে অতি বিনয়ের সাথে কিছু চাইলে বা দোয়া করলে তিনি খুব খুশি হন। সব কাজে আমরা

তাঁর সাহায্য চাইব। সব ভালো কাজই আমরা শুরু করব তাঁর নাম নিয়ে। আমাদের মহানবি (স) কাজ করার আগে দোয়া পড়তেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করে কাজ শুরু করার আগে দোয়া পড়ব। প্রতিদিন আমরা অনেক কাজ করি। কাজ করার পূর্বে দোয়া করে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চাইলে আল্লাহ সাহায্য করেন। দোয়া করে কাজ শুরু করলে সে কাজে বরকত হয়, সফলতা আসে। মহানবি (স) পড়ার আগে যে দোয়া পড়তেন ছাত্র ছাত্রীরা যদি সেই দোয়া পড়ে লেখাপড়া শুরু করে তাহলে তাদের লেখা পড়ায় বরকত হবে, আল্লাহর রহমত হবে। সহজে পড়া শেখা হবে, পড়া মনে থাকবে। পরীক্ষার ফল ভালো হবে। এই পাঠে কয়েকটি দোয়া উল্লেখ করা হলো– এই দোয়াসমূহ আমরা সঠিকভাবে শিখব,পড়ব ও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চাইব।

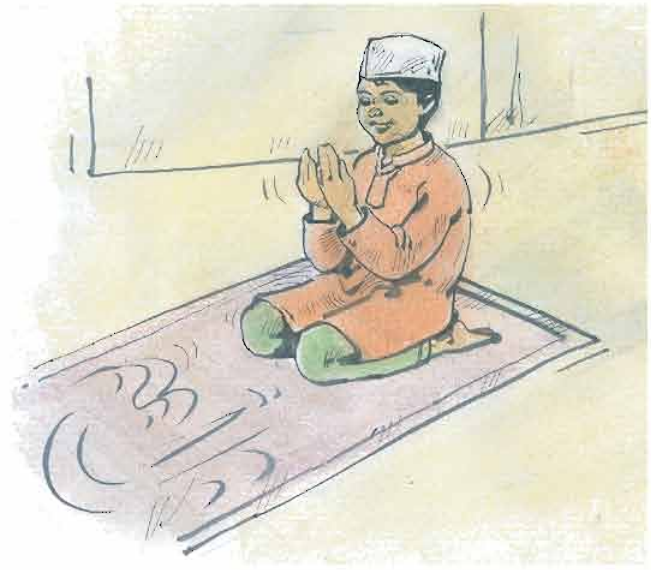

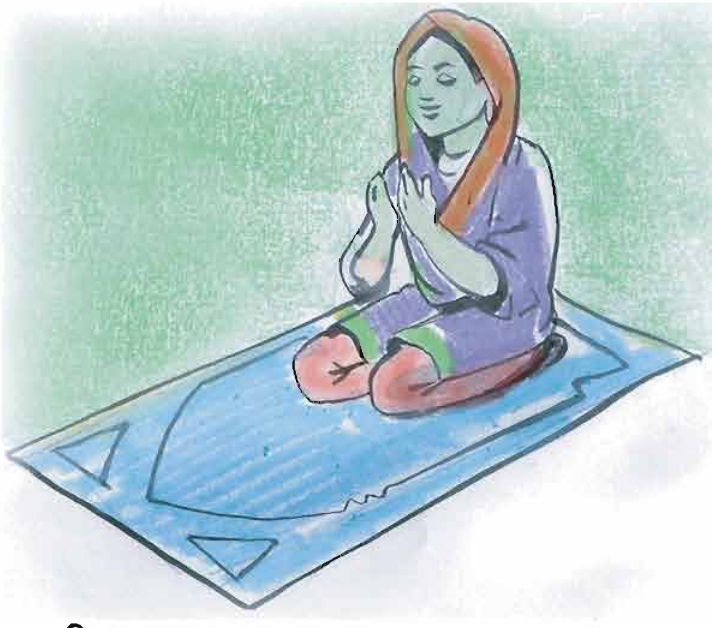

দোয়া করার ছবি

(ক) লেখা–পড়া শুরুর পূর্বের দোয়া–বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম "রাব্বি যিদনি ইলমা" (অর্থ–হে আমার প্রতিপালক আমার বিদ্যা বাড়িয়ে দাও) এই দোয়া পড়লে, পড়া সহজে শেখা হবে। লেখা পড়ায় আল্লাহর রহমত হবে।

(খ) বাড়ি থেকে বের হওয়ারদোয়া – "বিসমিল্লাহ"(অর্থ–আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি।) এই দোয়া পড়লে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছান যায়।

(গ) খাওয়ার পূর্বের দোয়া– "বিসমিল্লাহ"।এই দোয়া পড়ে খাবার খেলে, খাবারে আল্লাহর

রহমত ও বরকত হয়।

(ঘ) খাওয়ার শেষের দোয়া–"আলহামদু লিল্লাহ্" অর্থ–সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এই দোয়া পড়লে আল্লাহ জীবিকা বাড়িয়ে দেন। অসুখ ভালো করেন, সুস্থ্য শরীর দান করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

(ক) শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন।

(খ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পারে তাকে একটি ছড়া বলতে বলুন। সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন কেমন লেগেছে।

(গ) আজকের পাঠ সংশ্লিষ্ট দুই/একটি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন ও পাঠ শিরোনাম "দোয়া" চকবোর্ডে লিখুন এবং উচ্চস্বরে বলুন, শিক্ষার্থীদেরও সরবে বলতে বলুন।

(ঘ) আজকে আমরা কয়েকটি দোয়া শিখব বলে দোয়াসমূহের চার্ট টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি দোয়া প্রথমে আপনার সাথে দলে এবং পরবর্তীতে এককভাবে বলতে বলুন।

(ঙ) আজকের পাঠটি সহজ করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

(চ) শিক্ষার্থীদেরকে দলগতভাবে "বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া,"বিসমিল্লাহ" খাওয়ার শেষের দোয়া "আলহামদুলিল্লাহ্" বলা অনুশীলন করাবেন।

(ছ) অতঃপর নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন–

১. কী করলে আল্লাহ তায়ালা খুব খুশি হন?
২. মহানবি (স) কাজ করার আগে কী পড়তেন?
৩. দোয়া পড়ে কোনো কাজ করলে তাতে কী লাভ হয়?
৪. লেখা–পড়া শুরুর পূর্বে কোন্ দোয়া পড়তে হয়?
৫. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কোন্ দোয়া পড়তে হয়?
৬. খাওয়ার পূর্বে ও খাওয়ার শেষে কোন্ দোয়া পড়তে হয়?

পরিকল্পিত কাজ: দোয়াগুলো সমবেতভাবে পড়বে। তারপর প্রত্যেকে এককভাবে কবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখালেন শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোন্‌টি জিজ্ঞেস করুন।

১. আল্লাহ তায়ালা এর কাছে কীভাবে দোয়া করলে তিনি খুব খুশী হন?

ক. অতি বিনয়ের সাথে দোয়া করলে খ. দাবির সাথে

গ. অবহেলার সাথে ঘ. উচ্চস্বরে দোয়া করলে।

২. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কোন্ দোয়া পড়তে হয়?

ক. "রাব্বি যিদনি ইলমা" খ. "আলহামদুলিল্লাহ্"

গ. "বিসমিল্লাহ" ঘ. সুবহানাল্লাহ।

৩. খাওয়ার আগে দোয়া পড়লে কী লাভ হয়?

ক. খাবারে আল্লাহর রহমত হয় গ. বেশি পরিমাণে খাওয়া যায়

খ. খেতে কষ্ট হয় ঘ. বার বার খাওয়া যায়।

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

ক. দোয়া বলতে কী বুঝায়?

খ. কোনো কাজের আগে দোয়া পড়লে কী লাভ হয়?

গ. লেখা–পড়া শুরুর পূর্বে কোন্ দোয়া পড়তে হয়?

ঘ. খাওয়ার পূর্বে ও খাওয়ার শেষে কোন্ দোয়া পড়তে হয়?

৩. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশকে মেলাতে বলুন–

ক. লেখা–পড়া শুরুর পূর্বের দোয়া	"বিসমিল্লাহ"।
খ. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া	"রাব্বি যিদনি ইলমা"।
গ. খাওয়ার শেষের দোয়া–	আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি।
ঘ. "বিসমিল্লাহ" অর্থ–	"আলহামদুলিল্লাহ্"।

পাঠ–৩

নাক, চোখ ও মুখ পরিষ্কার রাখা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী–

(ক) নাক, চোখ ও মুখমণ্ডল পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা বুঝবে এবং পরিষ্কার রাখবে।

(খ) আল্লাহর রাসুল (স) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন, তা জানবে এবং শিক্ষার্থী নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।

(গ) নাক, চোখ ও মুখ কীভাবে পরিষ্কার করতে হয় জানবে এবং পরিষ্কার করবে।

(ঘ) নাক, চোখ ও মুখ পরিষ্কার রাখলে কী কী উপকার হয় তা বলতে পারবে।

(ঙ) নাক, চোখ ও বিশেষ করে মুখ কখন পরিষ্কার করা উচিৎ তা বলতে পারবে।

উপকরণ: চক,ডাস্টার,চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড,মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, পরিচ্ছন্ন মুখের ছবি ও অপরিচ্ছন্ন মুখের ছবি।

পরিচ্ছন্ন মুখের ছবি।

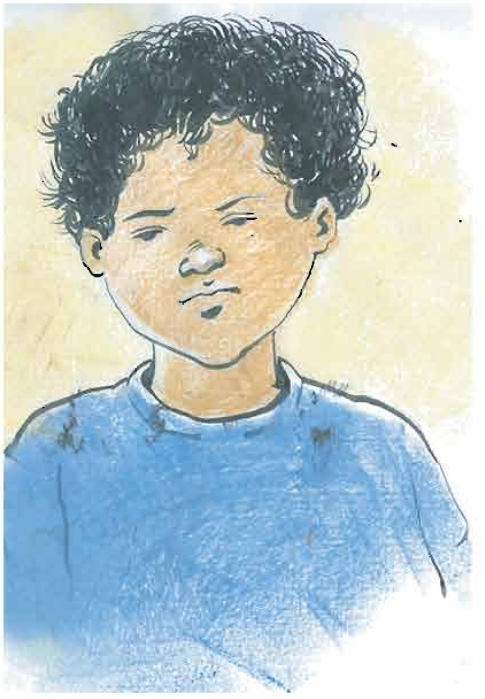

অপরিচ্ছন্ন মুখের ছবি।

বিষয়বস্তু : আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে নাক, চোখ ও মুখ খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। চোখ দিয়ে দেখি। মুখ দিয়ে খাবার খাই, কথাবলি। কাজেই এ সমস্ত অঙ্গ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। তাতে শরীর সুস্থ থাকে। আমাদের রাসুল (স) বলেছেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ। আল্লাহ ও রাসুল (স) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। নামায ও পবিত্র কুরআন পাঠের পূর্বে পাক পবিত্র হতে হয়। এ জন্য ওযু করতে হয়। ওযুর মধ্যেও নাক, মুখমন্ডল ও মুখের ভিতর পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। সাধারণত: নাক ও চোখে পানি দিয়ে এবং কুলি করে মুখ পরিষ্কার করতে হয়। প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে বাইরে যেতে হয়। বাইরের ধুলাবালি, নানা রকম রোগ জীবানু নাক, চোখ ও মুখসহ দেহের অনেক জায়গায় লাগে। সে সব জায়গা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করলে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা

পাওয়া যাবে।

তাই নিয়মিত বাহির থেকে এসে, ঘুম থেকে উঠে, নাক চোখ ও মুখ পরিষ্কার করা উচিৎ। বিশেষ করে রাতের খাবার খাওয়ার পর ঘুমুতে যাবার আগে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করতে হয়। তা না হলে মুখের ভিতর লেগে থাকা খাবারের কনা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। খেলাধুলা শেষেও নাক, চোখ ও মুখ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। সর্দি কাশি হলে, হাঁচি দিলে নাক ও মুখের ময়লা রুমাল বা টিস্যু পেপার দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। এ সময় রুমাল বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করা উচিত। এতে অন্যের অসুবিধা হয় না। নাক, চোখ ও মুখ সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে সবাই পছন্দ করে ও ভালোবাসে। আমরা নিয়মিত নাক, চোখ ও মুখ পরিষ্কার করবো।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

(ক) শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন।

(খ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পারে তাকে একটি ছড়া বলতে বলুন। সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন কেমন লেগেছে।

(গ) পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন মুখের ছবি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন–

১. ছবিটি কীসের?
২. কোন ছবিটি ভালো?
৩. কেন ভালো?

(ঘ) এবার পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিন ও উচ্চস্বরে বলুন, "নাক, চোখ ও মুখ পরিষ্কার রাখা"।

(ঙ) ছবির সাহায্যে আজকের পাঠটি সহজ করে গল্পাকারে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

(চ) নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন–

১. নাক, চোখ ও মুখ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কেন?
২. নাক, চোখ ও মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে কী কী উপকার হয়?
৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিসের অঙ্গ?
৪. নাক, চোখ, মুখ কিভাবে পরিষ্কার রাখা যায়?
৫. কোন্ কোন্ সময় নাক, চোখ, মুখ পরিষ্কার করতে হয়?
৬. সর্দি কাশি হলে কী করতে হয়?
৭. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে সবাই কী করে?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে নাক, চোখ, মুখ পরিষ্কার করে দেখাবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোন্‌টি জিজ্ঞেস করুন।

১. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ কে বলেছেন?

ক. আমাদের রাসুল (স) খ. হযরত ইব্রাহিম (আ)

গ. সাহাবি (রা) ঘ. হযরত ইসা (আ)।

২. নামায ও পবিত্র কুরআন পাঠের পূর্বে কী করতে হয়?

ক.খাবার খেতে হয় খ. পাক পবিত্র হতে হয়

গ. নতুন কাপড় পরতে হয় ঘ. কাজ করতে হয়।

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

১ . নাক, চোখ ও মুখ এর কাজ কী?

২ . নাক, চোখ ও মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে কী কী অসুবিধা হয়?

৩ . নাক, চোখ, মুখ কিভাবে পরিষ্কার রাখা যায়?

৪ . সর্দি কাশি হলে কী করতে হয়?

৫ . কখন সবাই পছন্দ করে ও ভালোবাসে?

iii. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশকে মেলাতে বলুন–

(ক). সর্দি কাশি হলে, হাঁচি দিলে নাক ও মুখের ময়লা	সবাই পছন্দ করে ও ভালোবাসে ।
(খ). নাক, চোখ ও মুখ সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে	টিস্যু পেপার দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়।
(গ). পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	ইমানের অঙ্গ।

iv. নাক, চোখ ও মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে কী কী উপকার হয় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পাঁচটি বাক্য বলবে।

পাঠ–৪
গাছের যত্ন

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–গাছপালা পরিচর্যা করবে:

ক. বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছেঁড়া উচিৎ নয় কেন তা বলতে পারবে।

খ. গাছ কী কী উপকারে লাগে তা বলতে পারবে।

গ. আমাদের বেঁচে থাকতে গাছ কীভাবে সাহায্য করে তা বলতে পারবে।
ঘ. গাছের পরিচর্যা করতে উৎসাহী হবে এবং গাছের পরিচর্যা করবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, গাছ লাগানো ও গাছ পরিচর্যার ছবি।

বিষয়বস্তু :

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।

ছড়াটিতে ফুল তুলে মালা গেঁথে গলায় পরার কথা বলা হয়েছে। এই ফুল কোথায় হয়?

গাছ লাগানো ও পরিচর্যা করার ছবি

ফুল গাছে হয়। ফল গাছে অনেক ধরনের ফলও হয়। এই ফল খেলে আমাদের শরীর ভালো থাকে। গাছ আমাদের অনেক কাজে লাগে। গাছ থেকে যে কাঠ পাওয়া যায় তা দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়। আবার খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারির মত সুন্দর সুন্দর

আসবাবপত্রও কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। গাছের শুকনা ডালপালা ও পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের রাসুল (স) বৃক্ষরোপণ এবং ক্ষেতে ফসল উৎপাদনের জন্য বীজ বপনে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, যদি গাছের ফল ও ক্ষেতের ফসল কোনো মানুষ বা পশুপাখি খায় তাহলে ঐ গাছ রোপণকারী ও বীজ বপনকারীর জন্য তা সদকা হিসেবে গণ্য হবে। গাছপালা রোপণের পর সংরক্ষণ করা একটি পবিত্র দায়িত্ব। একদিন একজন সাহাবি (রা) একটি গাছের পাতা ছিঁড়লে আমাদের রাসুল (স) তাঁকে বললেন, তুমি আর ঐরকম বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছিঁড়বে না। বিনা প্রয়োজনে গাছপালা কাটা যায় না। গাছ আমাদের ফল দেয়, ছায়া দেয়, কাঠ দেয়। চুলায় জ্বালানোর জন্য জ্বালানি কাঠ আমরা গাছ থেকেই পাই। গাছ আমাদের বন্ধু। গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। গাছের পাতা বিষাক্ত কার্বনডাই অক্সাইড বাতাস থেকে গ্রহণ করে আর অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। আমরা বাতাস থেকে এই অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকি। গাছের জীবন্ত পাতা আল্লাহর যিকির করে। আমাদের দীন ইসলামে গাছ লাগানো এবং এর পরিচর্যা করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা গাছ লাগাব ,গাছের যত্ন করব , গাছ সংরক্ষণ করব ।

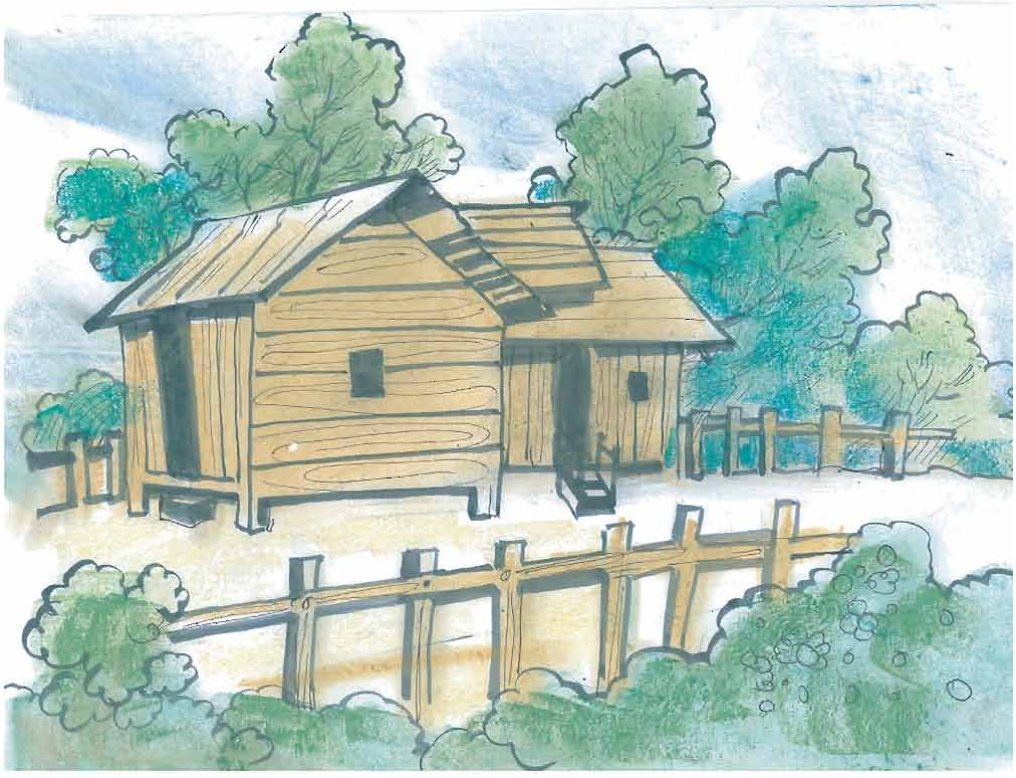

কাঠের ঘরের ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

(ক) শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন।

(খ) গাছ লাগানো ও গাছের পরিচর্যার ছবিটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন—কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে, সক্ষম শিক্ষার্থী দ্বারা উত্তর বলে দিন। প্রয়োজনে আপনি নিজে বলুন ও বুঝিয়ে দিন।

বিভিন্ন আসবাবপত্রের ছবি

১. ছবি তিনটি কীসের?
২. প্রথম ছবিতে কে ,কী করছে?
৩. গাছ আমাদের কী কী কাজে লাগে?

গ. এবার "গাছের যত্ন নেওয়া" পাঠ শিরোনাম লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিন ও উচ্চস্বরে বলুন, শিক্ষার্থীদের কয়েকবার সরবে বলতে বলুন।

ঘ. অতঃপর বলুন আজকে আমরা "গাছের যত্ন নেওয়া" সম্পর্কে জানব।

ঙ. ছবির সাহায্যে আজকের পাঠটি সহজ করে গল্পাকারে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করুন।

চ. ২/৪ জন শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের মাধ্যমে গাছের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে অনুশীলন করাবেন ও অন্যদের দেখতে বলবেন।

ছ. নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন–

১. আমাদের রাসুল (স) বৃক্ষরোপণ এবং ক্ষেতে ফসল উৎপাদনের জন্য কী করেছেন?

২. গাছপালা রোপণের পর সংরক্ষণ করা কী ধরনের দায়িত্ব?

৩. ইসলামে গাছ লাগানো এবং এর পরিচর্যা করার ওপর কী দেওয়া হয়েছে?

৪. একজন সাহাবি (রা) একটি গাছের পাতা ছিঁড়লে আমাদের রাসুল (স) তাকে কী বলেছিলেন?

৫. গাছ কেন আমাদের বন্ধু ?

৬. গাছের পাতা কী গ্রহণ করে এবং কী ছাড়ে ?

৭. গাছের কোন অংশ আল্লাহর যিকির করে?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা গাছের ছবি আঁকবে ও রং করবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোন্‌টি জিজ্ঞেস করুন।

১. বৃক্ষরোপণ এবং ক্ষেতে ফসল উৎপাদনের জন্য কে উৎসাহ দিয়েছেন ?

ক. আমাদের রাসুল (স) খ. হযরত ইব্রাহিম (আ)।

গ. সাহাবি (রা) ঘ. হযরত ঈসা (আ)।

২. গাছপালা সংরক্ষণ করা কেমন দায়িত্ব?

ক. পবিত্র দায়িত্ব খ. অপবিত্র দায়িত্ব

গ. পবিত্র আমানত ঘ. মন্দ দায়িত্ব

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

১. "তুমি আর ঐরকম বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছিঁড়বে না" কে কাকে বলেছিলেন?

২. গাছ কীভাবে আমাদের বন্ধু?

৩. গাছের কোন্ অংশ বিষাক্ত কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে?

৪. গাছের কোন অংশ আল্লাহর যিকির করে?

৫. দীন ইসলামে গাছ লাগানো ও পরিচর্যা করার ওপর কী দেওয়া হয়েছে?

iii. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশকে মেলাতে বলুন–

ক. গাছ পরিবেশের	গাছ।
খ. ইসলামে গাছ লাগানো এবং এর পরিচযা করার ওপর	ভারসাম্য রক্ষা করে।
গ. গাছের পাতা	গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
ঘ. সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধ করে	বিষাক্ত কার্বনডাই অক্সাইড বাতাস থেকে গ্রহণ করে ।

iv. শিক্ষার্থীরা গাছের উপকারিতা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য বলবে।

পাঠ–৫

মদিনার মসজিদ (মসজিদে নববি)

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী:

(ক) মসজিদে নববির ছবি দেখে চিনবে।

(খ) ছবি দেখে মসজিদে নববি চিন্‌বে এবং নাম বলতে পারবে ।

(গ) সৌদি আরবের মদিনা নগরীতে মসজিদে নববি অবস্থিত তা বলতে পারবে।

(ঘ) আমাদের নবি (স) মসজিদে নববি নির্মাণ করেন তা বলতে পারবে।

(ঙ) মসজিদে নববিতে মহানবি (স)–এর রওযা মুবারক রয়েছে বলতে পারবে।

(চ) মহানবি (স) এর দুইজন প্রিয় সাহাবির কবর কোথায় রয়েছে তা বলতে পারবে।

(ছ) মহানবি (স) কর্তৃক মদিনায় নির্মিত প্রথম মসজিদের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, চকবোর্ড/হোয়াইটবোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, মসজিদে নববির ছবি।

বিষয়বস্তু : বিশ্বের একটি বরকতময় মসজিদ হলো মসজিদে নববি। সৌদি আরবের মদিনা নগরীতে মসজিদে নববি অবস্থিত। আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গমন করেন। মদিনায় প্রথমে তিনি মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন। তারপর নির্মাণ করেন মসজিদে নববি। এই মসজিদ

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের। এই মসজিদে নববিতে আমাদের মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর রওযা মুবারক রয়েছে। তার নিকটেই তাঁর প্রিয় সাহাবি, ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এবং অপর সাহাবি দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা) এর কবর রয়েছে। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করেন। এই মসজিদে এক রাকত নামায আদায় করলে সাধারণ স্থানের নামাযের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। হজের সময় হাজীগণ একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায এ মসজিদে জামাতে আদায়ের চেষ্টা করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

(ক) শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন ও কুশল বিনিময় করুন।

(খ) মসজিদে নববির ছবি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেখতে বলুন এবং নিচের প্রশ্নগুলো করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন–

১. ছবিটি কীসের?
২. এ মসজিদের নাম কী?
৩. এ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

(গ) এবার পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিন ও উচ্চস্বরে বলুন,"মসজিদে নববি "।

(ঘ) নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করুন–

১. বিশ্বের দ্বিতীয় বরকতময় মসজিদের নাম কী ?
২. মসজিদে নববি কোথায় অবস্থিত?
৩. মহানবি (স) মক্কা থেকে হিজরত করে কোথায় গমন করেন?
৪. মসজিদে নববি নির্মাণ করেন কে?
৫. মহানবি (স) এর রওযা মুবারক কোথায়?
৬. মসজিদে নববিতে মহানবি (স) এর কোন্ কোন্ প্রিয় সাহাবির কবর রয়েছে?
৭. এই মসজিদে নববিতে এক রাকাত নামায আদায় করলে কতগুণ সওয়াব হয়?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মসজিদে নববির মিনার এঁকে রং করবে।

মূল্যায়ন: যে পাঠটি আপনি শিখালেন, শিক্ষার্থীরা তা কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হলো মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. নিচের প্রশ্নগুলো ৪টি উত্তরসহ চকবোর্ডে লিখুন এবং সঠিক উত্তর কোন্‌টি জিজ্ঞেস করুন–

১. মসজিদে নববি কোথায় অবস্থিত?

ক. কুফায় খ. জেদ্দায়

গ. মক্কা নগরীতে ঘ. মদিনা নগরীতে।

২. মসজিদে নববিতে এক রাকাত নামায আদায় করলে কতগুণ সওয়াব পাওয়া যায়?

ক. ১ লাখ গুণ খ. ৪০ হাজার গুণ

গ. ৫০ হাজার গুণ ঘ. ৩০ হাজার গুণ।

৩. মহানবি (স)–এর রওযা মুবারক কোথায় অবস্থিত?

ক. মসজিদে নববিতে খ. মসজিদে কুবায়

গ. মসজিদে হারামে ঘ. মসজিদে আকসায়।

ii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

১. মসজিদে নববি কোথায় অবস্থিত?

২. মসজিদে নববি কে নির্মাণ করেন?

৩. মসজিদে নববিতে মহানবি (স)–এর কোন্ কোন্ প্রিয় সাহাবির কবর রয়েছে?

৪. কী করলে আল্লাহ অতীত জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন?

৫. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় প্রথমে কোন্ মসজিদ নির্মাণ করেন?

iii. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশকে মেলাতে বলুন–

ক. বিশ্বের একটি বরকতময় মসজিদ হলো	মদিনায় গমন করেন।
খ. আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে হিজরত করে	মসজিদে নববি।
গ. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর রওযা মুবারক রয়েছে	আল্লাহ অতীত জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন।
ঘ. একাধারে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববিতে জামাতে আদায় করলে	মসজিদে নববিতে।

iv. শিক্ষার্থীরা মসজিদে নববি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য বলবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৩.১ পিতা–মাতা ও বড়দের সম্মান করা।

৩.২ সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।

৩.৩ সহপাঠীদের সাথে শান্তিতে বসবাস করা।

৩.৪ অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়ন করা।

৩.৫ জীবে দয়া করা, ছোটদের স্নেহ করা এবং দেশকে ভালোবাসা।

শিখনফল :

৩.১ পিতা–মাতা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করবে।

৩.২ সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

৩.৩ সহপাঠীদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

৩.৪ মেহমানদের প্রতি সম্মান দেখাতে পারবে এবং তাদের মেহমানদারি করবে।

৩.৫ জীবে দয়া করবে, ছোটদের স্নেহ করবে এবং দেশকে ভালোবাসবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

পাঠ – ১

বড়দের সম্মান করা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা:

ক. পিতা–মাতা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করবে।

খ. পিতা–মাতা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ও আপনজন তা বলতে পারবে।

গ. পিতা–মাতা, দাদা–দাদি শিশুদেরকে খুব ভালোবাসেন তা বলতে পারবে।

ঘ. পিতা–মাতা, দাদা–দাদি, বড় ভাই–বোনকে সম্মান করবে।

ঙ. পিতা–মাতাকে কীভাবে সম্মান করতে হয় তা বলতে পারবে।

চ. পিতা–মাতা খুশি থাকলে কী হয় তা বলতে পারবে।

ছ. শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শিক্ষা দেন তা বলতে পারবে।

জ. ওপরের শ্রেণির বড় ছাত্র–ছাত্রীদের সম্মান করবে ।

উপকরণ: চক/মার্কার, ডাস্টার, বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

পিতা–মাতা ও বড়দের সম্মান করা

বিষয়বস্তু : আল্লাহ তায়ালার পরেই পিতা–মাতার স্থান। তাঁরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ও আপনজন। জন্মের পর কান্না ও হাত–পা ছোড়াছুড়ি ছাড়া শিশু কিছুই করতে পারে না। মাতা না ঘুমিয়ে কষ্ট করে শিশুসন্তানকে বুকের দুধ পান করান। অসুখ–বিসুখে অনেক সেবা–যত্ন করেন। পিতা–মাতা সন্তানের খাবার, পোশাক, চিকিৎসা, লেখাপড়ার জন্য টাকা–পয়সা খরচ করেন। কোনো কোনো সময় তাঁরা উপোস থেকেও সন্তানকে খাওয়ান। তাঁরা প্রাণের দরদ দিয়ে শিশুদের ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয় রাসুল (স) তাঁর দুধ মা

হালিমাকে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছিলেন। মাথার পাগড়ি খুলে মাটিতে বিছিয়ে বসতে দিয়ে সম্মান করেছিলেন। আমরাও পিতা–মাতাকে সালাম দেব, সম্মান করব।

পিতা–মাতার মতো দাদা–দাদি, নানা–নানি, বড় ভাই–বোনও শিশুদের অনেক আদর ও সেবা–যত্ন করেন। একবার আমাদের রাসুল (স) চার দিন অনাহারে ছিলেন। তিনি তাঁর নাতি হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রা)–কে দেখতে যান। গিয়ে দেখেন তাঁরাও তিন দিন ধরে উপোস রয়েছে–কোনো খাবার পাচ্ছে না। রাসুল (স) শহরের বাইরে এক ইহুদির বাগানে শ্রমিকের কাজ করলেন। কাজের বিনিময়ে কিছু খেজুর রোজগার করলেন। তিনি চার দিন অনাহারে থেকেও খেজুরগুলো নিজে খেলেন না। খেজুরগুলো নাতি হযরত হাসান (রা) ও হযরত হোসাইন (রা)–এর কাছে নিয়ে এলেন। নাতিদ্বয়কে কোলে বসিয়ে চুমু দিলেন, আদর করে খেজুরগুলো খাওয়ালেন।

পিতা–মাতা, শিক্ষক, দাদা–দাদি, নানা–নানি,বড় ভাই–বোন ও আত্মীয়কে সম্মান করা ইবাদত। তাঁদের সাথে দেখা হলে সালাম দেব, কুশল বিনিময় করব। তাঁদের সাথে বিনয়ের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলব। ভদ্র আচরণ করব। তাঁদের আদেশ–উপদেশ মেনে চলব। তাঁদের প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা পোষণ করব। সাধ্যমত তাঁদের সেবাযত্ন করব। কখনো কোনো বেয়াদবী করব না। সব সময় তাঁদের খুশীর জন্য চেষ্টা করবো। বড়দের জন্য ভালো যা করা হয় তা সবই ইবাদত। রাসুল (স) বলেছেন:"পিতা–মাতা খুশি থাকলে আল্লাহ খুশি হয়। দুনিয়াতে শান্তি আর আখিরাতে বেহেশত পাওয়া যায়।"

আমরা বর্ণ চিনতাম না। শিক্ষক আমাদেরকে বর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা পড়তে পারতাম না। শিক্ষক আমাদের পড়া শিখেয়েছেন। আমরা লিখতে পারতাম না। শিক্ষক আমাদের লেখা শিখিয়েছেন। শিক্ষক আমাদের আদব–কায়দা শিখিয়েছেন। সাহাবাগণ রাসুল মুহাম্মদ (স)–কে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে সম্মান করতেন। আমরাও আমাদের শিক্ষককে সম্মান করার জন্য সালাম দেব এবং দাঁড়াব। বড় সাহাবাগণ ছোট সাহাবাগণকে দেখলেও সালাম দিতেন সম্মান করতেন। ওপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বয়সে বড়। নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বয়সে ছোট। ওপরের শ্রেণির শিক্ষার্থীকে সম্মান করা ছোটদের কর্তব্য। বড়দের সম্মান করা ইবাদত।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

(ক). শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলে সালাম দিন। তাদেরকে "ওয়ালাইকুমুস্ সালাম" বলে সালামের জবাব দিতে সাহায্য করুন। "তোমরা কেমন আছ" বলে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন।

(খ). পিতা–মাতা,শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করা হচ্ছে এমন রঙিন ছবি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করুন :

১. পিতা–মাতা সন্তানের জন্য কী কী করেন?
২. তোমরা পিতা–মাতাকে কীভাবে সম্মান করবে?

(গ). এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন " পিতা–মাতা ও বড়দের প্রতি সম্মান করা" এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন "পিতা–মাতা ও বড়দের প্রতি সম্মান করা"। এবার ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

১. আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ও আপনজন কারা?
২. পিতা–মাতা সন্তানের জন্য কী কী করেন?
৩. রাসুল (স) তাঁর দুধ মা হালিমাকে কিভাবে সম্মান করেছিলেন?
৪. তোমরা পিতা–মাতাকে কীভাবে সম্মান করবে?
৫. বৃদ্ধ দাদা–দাদির জন্য তোমরা কী কী করবে?
৬. পিতা–মাতা খুশি থাকলে কী হয়?
৭. তোমরা শিক্ষককে কীভাবে সম্মান করবে?

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ইবাদতমূলক কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

মূল্যায়ন : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান অলাদাভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা করবেন।মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন-

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

(১) বড়দের সম্মান করা কী?

(ক) নসিহত (খ) ফরজ

(গ) ইবাদত (ঘ) ওয়াজিব।

(২) তোমরা শিক্ষককে কীভাবে সম্মান করবে?

(ক) বসে (খ) দাঁড়িয়ে

(গ) হাত নেড়ে (ঘ) মাথা নেড়ে।

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

(ক) আল্লাহ তায়ালার পরেই.... স্থান।

(খ) তাঁরা আমাদের ....ও....।

(গ) পিতা–মাতা ....দরদ দিয়ে শিশুদের ....।

(ঘ) আমরাও পিতা–মাতার সম্মানের জন্য ... দেব এবং ...।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক) আল্লাহ তায়ালার পরেই	আপনজন।
খ) পিতা–মাতা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ও	আল্লাহ খুশি হয়।
গ) পিতা–মাতা খুশি থাকলে	সম্মান করা ইবাদত।
ঘ) বয়সে বড় এমন সবাইকে	পিতা–মাতার স্থান।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন :

(ক) শিক্ষকগণ তোমাদের কী কী শিক্ষা দেন?

(খ) শিক্ষককে তুমি কীভাবে সম্মান করবে?

(গ) বড়দের সম্মান করা কী?

পাঠ – ২

ছোটদের স্নেহ করা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ছোটদের স্নেহ করবে:

উপকরণ: ছোটদের স্নেহ করা হচ্ছে এমন রঙিন ছবি। চক/মার্কার, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

ছোটদের স্নেহ করা হচ্ছে এমন ছবি

বিষয়বস্তু : পিতা–মাতা সন্তানকে খুব স্নেহ ও যত্ন করেন। বড় ভাই–বোন ও আত্মীয়স্বজন ছোটদের আদর করেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদেরকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন এবং খুব ভালোবাসেন। ওপরের শ্রেণির ছাত্র–ছাত্রীরা ছোটদের ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয় রাসুল (স) সন্তানদেরকে স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর নাতিদের আদর করতেন। রাসুল (স) তাঁর সাহাবি ছাত্রদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদেরকে খুব ভালোবাসতেন।

এক ঈদের দিন রাসুল (স) ঈদের নামায আদায় করতে ঈদগাহে গেলেন। ঈদগাহে গিয়ে দেখেন মাঠের এক কোণে একটি শিশু কান্না করছে। তিনি শিশুটিকে কোলে নিলেন। আদর করলেন। চুমু দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা কোথায়? শিশুটি বলল, আমার বাবা নেই। বাবা মারা গেছেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কোথায়? শিশুটি বলল, আমার মা নেই। মা মারা গেছেন। রাসুল (স) শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। শিশুটিকে হযরত আয়শা (রা)–এর কোলে দিয়ে বললেন, ইনি তোমার মা।

আর আমি তোমার বাবা। হযরত আয়শা (রা) শিশুটিকে পেয়ে খুশি হলেন। শিশুটিকে গোসল করালেন। শরীরে তেল দিলেন। সুন্দর কাপড় দিলেন। তাকে মজার মজার খাবার খেতে দিলেন। খুব আদর যত্ন করলেন। রাসুল (স) বলেছেন:"যে বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমার উম্মত নয়।" আমরা বড়দের সম্মান করব এবং ছোটদের স্নেহ করব। ছোটদের স্নেহ করা এবং বড়দের সম্মান করা ইবাদত।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

(ক) শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

(খ) পিতা–মাতা ও শিক্ষক ছোটদের স্নেহ করছে এমন রঙিন ছবিটি যথাস্থানে টাঙিয়ে দিয়ে তাদেরকে ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করুন :

১. সন্তানদেরকে স্নেহ করেন কে?

২. ছাত্র–ছাত্রীদের স্নেহ করেন কে?

৩. ছোটদের স্নেহ করা কী?

(গ) এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন "ছোটদের স্নেহ করা" এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন "ছোটদের স্নেহ করা"। এখন ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের শেখাবেন।

(ক) সন্তানদের স্নেহ করেন কে?

(খ) ছোটদের আদর করেন কারা?

(গ) রাসুল (স) ছেলে–মেয়েদেরকে কী করতেন?

(ঘ) তোমাদের লেখাপড়া শিক্ষা দেন কে?

(ঙ) ঈদের দিন রাসুল (স) শিশুটিকে কী করলেন?

(চ) বয়সে ছোট এমন সবাইকে তোমরা কী করবে?

পরিকল্পিত কাজ: বোর্ডে লিখুন "ছোটদের স্নেহ করা" শিক্ষার্থীরা বাক্যটি সরবে দলগতভাবে তিনবার বলবে এবং ইবাদত হয় এমন দুইটি কাজের নাম লিখবে।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান অলাদাভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

(১) ছোটদেরকে স্নেহ করা কী?

(ক) ইবাদত (খ) কিছু না

(গ) ভালো কাজ (ঘ) ঠিক না

(২) তোমরা ছোটদের কীভাবে স্নেহ করবে?

(ক) শাস্তি দিয়ে (খ) আদর করে

(গ) বকা দিয়ে (ঘ) রাগ করে

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. পিতা–মাতা সন্তানকে .....ও..... করেন।

খ. শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের.... শিক্ষাদেন এবং খুব .....।

গ. রাসুল (স) ছেলে মেয়েদের ..... করতেন।

ঘ. বয়সে ছোট এমন সবাইকে স্নেহ করা .....।

ঙ. আমরা বড়দের .... করব এবং ছোটদের.... করব ।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক) পিতা–মাতা সন্তানকে খুব স্নেহ ও	ছোটদের আদর করেন।
খ) বড় ভাই–বোন ও আত্মীয়গণ	স্নেহ করব।
গ) আমরাও ছোটদের	যত্ন করেন।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন :

১. বয়সে ছোট এমন সবাইকে স্নেহ করা কী?

২. সন্তানদের স্নেহ করেন কে?

৩. ছাত্র–ছাত্রীদের স্নেহ করেন কে ?

৪. আমরা ছোটদের কী করব?

পাঠ – ৩
সহপাঠী

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

খ. হযরত মুহাম্মদ (স) সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন তা বলতে পারবে।

গ. সহপাঠী কারা তা বলতে পারবে।

উপকরণ: চক/মার্কার, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : যারা একসাথে লেখা–পড়া করে, গল্প করে, খেলাধুলা করে তাদেরকে সহপাঠী বলে। সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। যে ব্যবহার করলে মানুষ খুশি হয় এবং মনে শান্তি পায় তাকে ভালো ব্যবহার বলে। সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে সবাই তাকে ভালোবাসেন। শিক্ষকগণ তার প্রশংসা করেন। অন্য শিক্ষার্থীরা তার থেকে ভালো ব্যবহার শেখে ও অনুসরণ করে। সে সহপাঠীদের সাথে পরম আনন্দে ও শান্তিতে বসবাস করে। বড় হয়ে সে উচ্চ আসন লাভ করে উন্নত জীবনযাপন করে। ভালো ব্যবহারকারীকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (স) ভালোবাসেন। পরকালে তাকে জান্নাত দেওয়া হবে। রাসুল (স) সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অনেক শত্রু ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করেন নাই। যে ব্যবহার করলে মানুষ খুশি হয় না বরং মনে কষ্ট পায় তাকে মন্দ ব্যবহার বলে। যে খারাপ ব্যবহার করে তাকে সহপাঠীরা পছন্দ করে না। সকলে তাকে ঘৃণা করে, মন্দ বলে। শিক্ষকগণ তাকে ভালোবাসেন না। মন্দ ব্যবহারকারীকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (স) ভালোবাসেন না। সে দুঃখ কষ্ট ও অশান্তিতে বসবাস করে। আমরা সহপাঠীর সাথে ভালো ব্যবহার করব, কারও সাথে খারাপ ব্যবহার করব না।

শান্তিতে মিলেমিশে থাকার ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন এবং কুশল বিনিময় করুন।

খ. সহপাঠীদের সাথে শান্তিতে বসবাস করছে এমন রঙিন ছবিটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন। তাদেরকে ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করুন:

১. সহপাঠী কাকে বলে?

২. শিক্ষকগণ কার প্রশংসা করেন?

৩. সহপাঠীদের সাথে শান্তিতে বসবাস করে কীভাবে?

গ. এবার পাঠ শিরোনাম "সহপাঠী" বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন "সহপাঠী"। এবার ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের শেখাবেন–

১. সহপাঠী কাকে বলে?

২. ভালো ব্যবহার কাকে বলে?

৩. সব সহপাঠী কাকে ভালোবাসে?

৪. শিক্ষকগণ কার প্রশংসা করেন?

৫. রাসুল (স) কেমন ব্যবহার করতেন?

৬. সহপাঠীদের সাথে তোমরা কেমন ব্যবহার করবে?

(ছ) সহপাঠীদের সাথে তোমরা শান্তিতে বসবাস করবে কীভাবে?

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা শান্তিতে বসবাস করা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখবে।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন মান আলাদাভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

(১) সহপাঠী সবাই কাকে ভালোবাসে?

(ক) ভালো ব্যবহারকারীকে (খ) মন্দ ব্যবহারকারীকে

(গ) রাগকারীকে (ঘ) প্রথমস্থান অধিকারীকে।

(২) তোমরা সহপাঠীদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে?

(ক) একরকম হলেই হবে (খ) মন্দ ব্যবহার করব

(গ) ভালো ব্যবহার করব (ঘ) দুষ্ট ব্যবহার করব

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. যে ব্যবহার করলে মানুষ .... হয় এবং .... পায় তাকে ভালো ব্যবহার বলে।

খ. সহপাঠীদের সাথে .... ব্যবহার করলে সবাই তাকে ....।

গ. ভালো ব্যবহারকারীকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (স) ....।

ঘ. রাসুল (স) সবার সাথে .... ব্যবহার করতেন।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক) সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে	ভালো ব্যবহার করতেন।
খ) আমরা সহপাঠীর সাথে	সবাই তাকে ভালোবাসে।
গ) সহপাঠীদের সাথে পরম আনন্দে ও	ভালো ব্যবহার করব।
ঘ) রাসুল (স) সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব।	শান্তিতে বসবাস করতে হয়।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

১. সহপাঠী কাকে বলে?

২. ভালো ব্যবহার কাকে বলে?

৩. সহপাঠী সবাই কাকে ভালোবাসে?

৪. রাসুল (স) কেমন ব্যবহার করতেন?

পাঠ–৪

মেহমানদের যত্ন নেওয়া

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. মেহমানদের প্রতি সম্মান দেখাবে ও মেহমানদারি করবে।

খ. হযরত মুহাম্মদ (স) মেহমানদের যত্ন নিতেন, খুব ভালো ব্যবহার এবং আপ্যায়ন করতেন।

গ. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর মেহমানদারীতে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ঘ. মেহমানদের সেবা–যত্ন করা ইবাদত।

উপকরণ: মেহমানদের যত্ন নেওয়া হচ্ছে এমন রঙ্গিন বড় ছবি। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, চক বোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : বাড়িতে কেহ বেড়াতে আসলে তাঁকে মেহমান বলে। মেহ্মান এলে প্রথমে সালাম দিতে হয়। হাসি মুখে 'আপনি কেমন আছেন' বলে কুশল বিনিময় করতে হয়। সাধ্যমতো যত্ন নিতে হয়। আপ্যায়ন করতে হয়। বয়সে ছোট এমন মেহমানকে খুব আদর ও ভালোবাসতে হয়। বয়সে বড় এমন মেহমানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হয়। সব মেহমানের সাথে ভদ্র, নরম ও সুন্দরভাবে কথা বলতে হয়। ঈদে সুন্দর সুন্দর ঈদকার্ড, পোশাক ও খেলনা উপহার দিতে হয়। মেহমানদের সেবা–যত্ন করা ইবাদত।

একবার এক ইহুদি আমাদের প্রিয় রাসুল (স)–এর বাড়িতে মেহ্মান হলেন। রাসুল (স) তার সাথে কুশল বিনিময় করলেন। রাতে যত্ন করে পেট ভরে খাওয়ালেন। সুন্দর বিছানায় ঘুমাতে দিলেন। ঘুমের মধ্যে সে পায়খানা করে বিছানা নষ্ট করে ফেলল। সকালে ঘুম থেকে উঠে লজ্জায় পালিয়ে গেল। রাসুল (স) তাঁর খোঁজ নিতে এসে তাঁকে পেলেন না। তিনি মেহমানের পেটের অসুখের কথা চিন্তা করে খুব দুঃখিত হলেন। রাসুল (স) নিজ হাতে ময়লা বিছানা ধুতে লাগলেন। মেহমান ভোরে পালাবার সময় ভুলে তাঁর তরবারি ফেলে গিয়েছিল। তরবারি নিতে এসে দেখল রাসুল (স) নিজ হাতে মেহমানের ময়লা বিছানা পরিষ্কার করছেন। রাসুল (স)–কে দেখে সে ভয় পেল । কিন্তু রাসুল (স) রাগ করলেন না। তাঁকে কোনো মন্দ কথা বললেন না। বরং ঠিকমতো যত্ন নিতে পারেননি বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। ইহুদি রাসুল (স)–এর সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল।

মেহমানের যত্ন নেওয়া

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

(ক) শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন এবং কুশল বিনিময় করুন।

(খ) মেহমানদের প্রতি যত্ন নেওয়া হচ্ছে এমন রঙিন ছবিটি যথাস্থানে টাঙিয়ে দিয়ে তাদেরকে ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং প্রশ্ন করুন–

১. মেহ্‌মান এলে প্রথমে কী করতে হয়?

২. বয়সে ছোট এমন মেহমানকে কী করতে হয়?

৩. বয়সে বড় এমন মেহমানের জন্য করণীয় কী?

(গ) এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন "মেহমানদের যত্ন নেওয়া" এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন "মেহমানদের যত্ন নেওয়া"। এখন ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। এবার সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ উপস্থাপন করুন।

১. মেহমান কাকে বলে?

২. তোমাদের বাড়িতে মেহ্‌মান এলে প্রথমে কী করবে?

৩. বয়সে ছোট এমন মেহমানকে কী করতে হয়?

৪. বয়সে বড় এমন মেহমানকে কী করতে হয়?
৫. মেহমানের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়?
৬. মেহমানদের সেবা–যত্ন করা কী?
৭. রাসুল (স) মেহমানকে কী করলেন?
৮. রাসুল (স)–এর সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদি কী করল?

পরিকল্পিত কাজ : বোর্ডে লিখুন "মেহমানদের যত্ন নেওয়া" শিক্ষার্থীরা বাক্যটি সরবে দলগতভাবে তিনবার বলবে এবং মেহমানদের সেবা–যত্ন সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখবে।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান আলাদাভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

(১) মেহমানদের সেবা–যত্ন করা কী ?

(ক) ইবাদত (গ) বোকামি
(খ) চালাকি (ঘ) ক্ষতিকর

(২) মেহ্‌মান এলে প্রথমে কী করতে হয় ?

(ক) খুশি হতে হয় (গ) সালাম দিতে হয়
(খ) রাগ করতে হয় (ঘ) দেখা করা উচিত না

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন–

ক. মেহ্‌মান এলে প্রথমে ..... দিতে হয়।
খ. বয়সে ছোট এমন মেহমানকে খুব ... ও ... হয়।
গ. বড় মেহমানকে অত্যন্ত ... ও ... করতে হয়।
ঘ. রাতে যত্ন করে পেট ভরে ...।
ঙ. সুন্দর বিছানায় ... দিলেন।
চ. রাসুল (স)–এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ... গ্রহণ করে ... হয়ে গেল।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক) বড় মেহমানকে অত্যন্ত	সালাম দিতে হয়।
খ) মেহ্‌মান এলে প্রথমে	ঘুমাতে দিলেন।
গ) মেহমানদের সেবা–যত্ন করা	শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হয়।
ঘ) সুন্দর বিছানায়	ইবাদত।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

১. মেহ্‌মান এলে প্রথমে কী করতে হয়?

২. তোমরা মেহমানের সাথে কীভাবে কথা বলবে?

৩. মেহমানদের সেবা–যত্ন করা কী?

৪. তোমরা বয়স্ক মেহমানের জন্য কী করবে?

পাঠ – ৫

জীবে দয়া করা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. জীবে দয়া করবে এবং বলতে পারবে।

খ. সকল জীব–জন্তু আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর প্রিয় বলতে পারবে।

গ. হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগলকে খাবার ও পানি দিতে হয় তা বলতে পারবে।

ঘ. যে ব্যক্তি জীবের প্রতি দয়া করে, তার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন বলতে পারবে।

উপকরণ: চক/মার্কারপেন,ডাস্টার, চক/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : হাস, মুরগি, গরু, ছাগল,পশু,পাখি,পোকা–মাকড় সবই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক পিতা–মাতা নিজ সন্তানকে যেমন ভালোবাসেন, তোমরা তোমাদের বই–পত্র ও কাগজ–কলমকে যেমন ভালোবাস,আল্লাহ তাঁর সব সৃষ্টিকে এর চেয়েও অনেক অনেক বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ সব জীব জন্তুকে বিভিন্ন রকমের গাছ পালা,ফল–মূল, পোকা–মাকড় ও উদ্ভিদ থেকে খাবার দেন। বৃষ্টি, খাল, বিল, নদী, নালার পানি থেকে পানি পান করান। কারও সন্তানকে কেউ আদর যত্ন করলে মা–বাবা যেমন খুশি হয়, তেমনি জীব জন্তুকে সেবা যত্ন করলেন ও ভালোবাসলে আল্লাহ খুব খুশি হয়। একদিন এক সাহাবি (রা) একটি পাখির বাচ্চা নিয়ে মহানবি (স)–এর কাছে আসলেন। তখন পাখিটির মা তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ছিল। মহানবি (স) সাহাবিকে পাখির বাচ্চাটিকে বাসায় তার মায়ের কাছে রেখে আসতে আদেশ দিলেন। সাহাবি তাই করলেন। এতে মা পাখিটি খুব খুশি হলো। একবার এক মহিলা একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরের বাচ্চাকে পানি পান করালেন। এতে আল্লাহ তার জীবনের সব পাপ মাফ করে দিলেন। আমাদের হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, পশু,পাখিকে সময়মতো খাবার ও পানি দিলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। সময়মতো খাবার পানি না দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। মহানবি (স) বলেন: "যে ব্যক্তি

জীবের প্রতি দয়া করেন, তার প্রতি আল্লাহ দয়া করে।” জীব জন্তুর সেবা যত্ন করাও ইবাদত।

জীবের প্রতি দয়া

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন এবং কুশল বিনিময় করুন।

খ. জীবে দয়া করা হচ্ছে এমন রঙিন ছবিটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ২/৩টি প্রশ্ন করুন :

১. হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল সৃষ্টি করেছেন কে?

২. জীব–জন্তুকে সেবা যত্ন করলে খুশি হন কে?

গ. এবার পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখুন “জীবে দয়া করা” এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে বলুন “জীবে দয়া করা”। এবার ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের শেখাবেন।

১. সব সৃষ্টিকে অনেক বেশি ভালোবাসেন কে?

২. আল্লাহ সব জীব–জন্তুকে কোথা থেকে খাবার দেন?

৩. মহানবী (স) সাহাবিকে কী আদেশ দিলেন?

৪. তোমরা তোমাদের গরু ছাগল কী করবে?

৫. জীবের প্রতি দয়া সম্পর্কে মহানবী (স) কী বলেছেন ?

পরিকল্পিত কাজ : বোর্ডে লিখুন "জীবে দয়া করা" শিক্ষার্থীরা বাক্যটি সরবে দলগতভাবে তিনবার বলবে এবং জীবে দয়া করা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখবে।

মূল্যায়ন: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন –

(১) আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কোন্‌গুলো?

(ক) খাতা–কলম (গ) বিছানাপত্র

(খ) চেয়ার–টেবিল (ঘ) হাঁস–মুরগি।

(২) যে ব্যক্তি জীবের প্রতি দয়া করে, তার প্রতি কে দয়া করেন ?

(ক) মুহাম্মদ (স) (গ) আল্লাহ তায়ালা

(খ) ফেরেশতাগণ (ঘ) জ্বিন জাতি।

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

(ক) প্রত্যেক পিতা–মাতা নিজ সন্তানকে যেমন ....।

(খ) আল্লাহ তাঁর সব ... এর চেয়েও অনেক বেশি...।

(গ) তেমনি ... সেবা যত্ন করলে ও ভালোবাসলে ...খুব খুশি হয়।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

ক. আল্লাহ তাঁর সব সৃষ্টিকে	আল্লাহ খুব খুশি হয়।
খ. জীব জন্তুকে সেবা যত্ন করলে	ইবাদত।
গ. জীবজন্তুর সেবা যত্ন করা	অনেক বেশি ভালোবাসেন।

iv. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন–

১. জীব জন্তুকে সেবা যত্ন করলে কে খুশি হয়?

২. তোমরা তোমাদের গরু ছাগলকে কীভাবে যত্ন করবে?

পাঠ – ৬

দেশকে ভালোবাসা

শিখনফল : এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. দেশকে ভালোবাসবে।

খ. দেশপ্রেমিক কে, তা বলতে পারবে।

গ. দেশকে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ তা বলতে পারবে ।

ঘ. যে দেশকে ভালোবাসে, সে দেশের ক্ষতি করতে পারে না তা বলতে পারবে ।

ঙ. মুহাম্মদ (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন তা বলতে পারবে ।

চ. ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা শহিদ হয়েছিল কেন, তা বলতে পারবে।

উপকরণ: মুক্তিযুদ্ধের ভিডিও, চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, চক বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : দেশকে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ। রাসুল মুহাম্মদ (স) তাঁর জন্মভূমিকে খুব ভালোবাসতেন। কাফেরদের অত্যাচারে মহানবি (স) জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন। তিনি মক্কা ত্যাগ করার সময় বলেছিলেন:"হে আমার জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালোবাসি। মক্কার লোকেরা আমাকে থাকতে দিল না। তাই, আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি।" দেশকে ভালোবাসা মানে নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসা। জন্মভূমির মানুষকে ভালোবাসা। যে ব্যক্তি নিজের দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসে তাকে দেশপ্রেমিক বলে। যার মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে সে কখনো চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি করতে পারে না। নিজ কর্তব্য কাজে অবহেলা করতে পারে না। দেশের কোনো রূপ ক্ষতি করতে পারে না। সে সবসময় দেশ ও দেশের মানুষের উপকার ও উন্নতি করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা আমাদের দেশের মানুষকে হত্যা করছিল। তখন নিজের জন্মভূমি ও মানুষকে ভালোবেসেই বীর সন্তানরা মুক্তিযুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিলেন। আমরাও জন্মভূমিকে ভালোবাসি। যে জন্মভূমি ও জন্মভূমির মানুষকে ভালোবাসে, সব মানুষ তাকে ভালোবাসে। আর সব মানুষ যাকে ভালোবাসে আল্লাহ তায়ালা তাকে পছন্দ করেন।

মুক্তি যুদ্ধের ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম দিন এবং কুশল বিনিময় করুন।

খ. মুক্তিযুদ্ধের ভিডিও/রঙিন ছবিটি যথা স্থানে রেখে তাদের ছবিটি ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ২/৩টি প্রশ্ন করুন–

১. দেশকে ভালোবাসার অর্থ কী?

২. দেশের সবাইকে তোমরা কী করবে?

গ. এবার পাঠ শিরোনাম "দেশকে ভালোবাসা" বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে বলুন "দেশকে ভালোবাসা"। এখন ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন। অতঃপর নিম্নের সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের শেখাবেন–

১. রাসুল (স) মক্কা ত্যাগ করার সময় কী বলেছিলেন?

২. দেশপ্রেমিক কাকে বলে?

৩. যার মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে সে সবসময় কী করে?
৪. ১৯৭১ সালে বীর সন্তানেরা শহিদ হয়েছিল কেন?
৫. যার মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে সে কী কী করতে পারে না?
৬. দেশের সবাইকে তোমরা কী করবে ?

পরিকল্পিত কাজ : দেশকে ভালোবাসা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পাঁচটি বাক্য তৈরি করবে।

মূল্যায়ন: নিম্নের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান আলাদাভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন–

(১) দেশকে ভালোবাসা কী?

(ক) ইসলামের অঙ্গ (গ) ইমানের অঙ্গ
(খ) নামাযের অঙ্গ (ঘ) শরীরের অঙ্গ।

(২) দেশকে ভালোবাসা মানে কি?

(ক) নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসা (গ) নিজের জিনিসপত্রকে ভালোবাসা
(খ) নিজের বইখাতাকে ভালোবাসা (ঘ) নিজের টাকা পয়সাকে ভালোবাসা

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন–

ক. দেশকে ভালোবাসা মানে নিজের .... ভালোবাসা ।
খ. যে ব্যক্তি নিজের .... ও দেশের.... ভালোবাসে তাকে দেশপ্রেমিক বলে।
গ. রাসুল মুহাম্মদ (স) তাঁর জন্মভূমিকে খুব ....।
ঘ. তিনি মক্কা ত্যাগ করার সময় বলেছিলেন: হে আমার জন্মভূমি .....! আমি তোমায় .....।

iii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন–

ক) দেশকে ভালোবাসা	নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসা
খ) দেশকে ভালোবাসা মানে	ভালোবাসি।
গ) মুহাম্মদ (স) তাঁর জন্মভূমিকে	ইমানের অঙ্গ।
ঘ) আমরাও জন্মভূমিকে	খুব ভালোবাসতেন।

চতুর্থ অধ্যায়
কুরআন মজিদ সহিহ করে তিলাওয়াত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৪.১ শিক্ষার্থীদের আরবি বর্ণের নাম জানা ও বর্ণগুলো চেনা।

৪.২ আরবি বর্ণমালা চেনা ও হরকতসহ পড়তে পারা।

৪.৩ সুরা আল–ইখলাস মুখস্থ করা।

শিখনফল : শিক্ষার্থীরা– আরবি বর্ণের নাম বলতে পারবে এবং বর্ণগুলো চিনবে।

৪.১ হরকতসহ আরবি বর্ণমালা পড়তে পারবে।

৪.২ সুরা আল–ইখলাস মুখস্থ বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়টি ৩টি পাঠে বিভক্ত।

পাঠ–১
আরবি বর্ণমালা চেনা

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. আরবি বর্ণের নাম বলতে পারবে এবং বর্ণগুলো চিনবে

খ. আরবি ভাষার বর্ণমালা ২৯টি তা বলতে পারবে।

গ. কুরআনের ভাষা আরবি তা বলতে পারবে।

উপকরণ : রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'আরবি বর্ণমালা চেনা'/ ফোমে লিখা মডেল। চক/ মার্কার পেন, ডাস্টার, চক বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : রাসুল মুহাম্মদ (স) বলেছেন:"তোমরা আরবদের তিন কারণে ভালোবাসবে, তা হলো: আমি আরবের অধিবাসী। কুরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবি।" প্রত্যেক নামাযের মধ্যে কুরআনের আয়াত আরবি ভাষায় পাঠকরা ফরজ। তাই কুরআন মজিদ তিলাওয়াত জানা প্রয়োজন। কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে আরবি ভাষার বর্ণের নাম জানা, চেনা এবং শুদ্ধ উচ্চারণ করা দরকার। আরবি বর্ণমালা ২৯টি।

ز	ر	ذ	د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
غ	ع	ظ	ط	ض	ص	ش	س			
ي	ء	ه	و	ن	م	ل	ق	ك	ف	

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. রঙিন বড় হরফে লেখা 'আরবি বর্ণমালা ২৯টি'/ফোমে লেখা মডেল সঠিক স্থানে সাঁটিয়ে দিন এবং শিক্ষার্থীদেরকে রঙিন বর্ণগুলো ভালোভাবে দেখতে বলুন।

গ. এবার পাঠ শিরোনাম 'আরবি বর্ণমালা চেনা' বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'আরবি বর্ণমালা চেনা'। এরপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

১. কুরআনের ভাষা কী?
২. মুহাম্মদ (স)–এর ভাষা কী?
৩. জান্নাতবাসীর ভাষা কী?
৪. আরবি বর্ণমালা কয়টি?

ঘ. এবার প্রথমে 'আরবি বর্ণমালা ২৯টি' এর চার্ট দেখিয়ে প্রতিটি বর্ণের পরিচয় ও শুদ্ধ উচ্চারণ নিজে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে প্রতিটি বর্ণের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চস্বরে বলতে এবং অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি বর্ণের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ: আরবি বর্ণমালাগুলো বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের লিখতে বলুন।

মূল্যায়ন : নিম্নের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথক পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. চারটি বিকল্প উত্তরসহ প্রশ্ন দুইটি বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন–

(১) কুরআনের ভাষা কী?

(ক) বাংলা (খ) ইংরেজি

(গ) উর্দু (ঘ) আরবি।

(২) আরবি বর্ণমালা কয়টি?

(ক) ১৯টি (খ) ৩৯টি

(গ) ২৯টি (ঘ) ৪৯টি।

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদেরকে বলতে বলুন–

ز	ر	...	د	خ	...	ج	ث	ت	...	ا
...	ع	ظ	...	ض	ص	...	س			
....	ء	....	و	....	م	ل	...	ك	...	

পাঠ – ২

আরবি বর্ণমালা হরকতসহ পড়া

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা হরকতসহ আরবি বর্ণমালা পড়তে পারবে:

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা এক যবর (–َ) এক যের (–ِ) এক পেশ (–ُ) অথবা হরকত তিনটি, যবর (–َ) যের (–ِ) পেশ (–ُ) ফোমে লিখা মডেল/ চক/ মার্কার পেন, ডাষ্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : নামাযের মধ্যে কুরআনের আয়াত ও বিভিন্ন তাসবিহ আরবি ভাষায় পাঠকরা ফরজ। কুরআনের আয়াত ও বিভিন্ন তাসবিহ হরকতসহ তিলাওয়াত করতে হয়। এক (–َ), যবর এক যের (–ِ) এক পেশ (–ُ) –কে হরকত বলে। হরকত তিনটি। যবর (–َ) যের(–ِ) পেশ(–ُ)

আরবি বর্ণে হরকতের ব্যবহার
১. (ـَـ) যবর বর্ণের ওপরে বসে যথা:– (بَ) বা ২. (ـِـ) যের বর্ণের নিচে বসে যথা:– (بِ) বি ৩. (ـُـ) পেশ বর্ণের ওপরে বসে যথা:– (بُ) বু

আরবি বর্ণে হরকতের বাংলা উচ্চারণ
১. (ـَـ) যবরের উচ্চারণ (ا) আ–কার হয়। যথা:– (مَ) মা ২. (ـِـ) যেরের উচ্চারণ (ا) ই–কার হয়। যথা:– (مِ) মি ৩. (ـُـ) পেশের উচ্চারণ (ـو) উ–কার হয়। যথা:– (مُ) মু

যবর (ـَـ=ا আ–কার) এর ব্যবহার

اَ بَ تَ ثَ جَ حَ خَ دَ ذَ
رَ زَ سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ
غَ فَ قَ كَ لَ مَ نَ وَ هَ
ءَ يَ

যের (ـِـ) = ا (ই–কার) এর ব্যবহার

اِ بِ تِ ثِ جِ حِ خِ دِ ذِ رِ زِ سِ شِ صِ

ضِ طِ ظِ عِ غِ فِ كِ قِ لِ مِ نِ وِ هِ ءِ يِ

পেশ (ـُـ = ـو উ–কার) এর ব্যবহার

اُ بُ تُ ثُ جُ حُ خُ دُ ذُ رُ زُ سُ شُ صُ ضُ

طُ ظُ عُ غُ فُ كُ قُ لُ مُ نُ وُ هُ ءُ يُ

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. রঙিন অক্ষরে লেখা চার্ট/ফোমে লেখা মডেল যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন ও চার্ট

ভালোভাবে দেখতে বলুন এবং প্রশ্ন করুন

১. হরকত কাকে বলে?

২. হরকত কয়টি ও কী কী?

গ. এবার পাঠ শিরোনাম "আরবি বর্ণমালা হরকতসহ পড়া" বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন "আরবি বর্ণমালা হরকতসহ পড়া"।

ঘ. এখন প্রথমে চার্ট দেখিয়ে প্রতিটি হরকতের পরিচয় ও শুদ্ধ উচ্চারণ নিজে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ অনুসরণ করে বলতে বলুন। পরে পারগ শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার্ট দেখে প্রতিটি হরকতের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ উচ্চস্বরে বলতে এবং অন্য সবাই তাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে বলতে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিটি হরকতের নাম ও শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেবেন।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকে চার্ট দেখে হরকতসহ আরবি বর্ণমালা লিখবে।

মূল্যায়ন : নিম্নবর্ণিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিখন অর্জনমান পৃথক পৃথক ভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১. হরকত কাকে বলে?

২. হরকত কয়টি ও কী কী?

৩. হরকতের বাংলা উচ্চারণ কেমন হয়?

পাঠ – ৩

সূরা আল–ইখ্‌লাস

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা সূরা আল–ইখলাস মুখস্থ বলতে পারবে:

ক. সূরা আল–ইখলাসের আয়াতসংখ্যা বলতে পারবে।

খ. সূরা আল–ইখলাসের গুরুত্ব বলতে পারবে।

উপকরণ: রঙিন বড় অক্ষরে লেখা 'সূরা আল–ইখলাস'/ফোমে লেখা মডেল। চক/মার্কার পেন, ডাস্টার, লেখার বোর্ড, নির্দেশিকা কাঠি/পয়েন্টার।

বিষয়বস্তু : কুরআন মজিদের ছোট এবং গুরুত্বপূর্ণ সুরার নাম 'সূরা আল–ইখলাস'। ইখলাস অর্থ–খাঁটি, নিখুঁত। এ সূরায় আল্লাহর একত্ববাদের সুন্দর ও নিখুঁত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ সূরা পাঠ করে অর্থ বুঝে বিশ্বাস করলে ইমান খাঁটি ও মজবুত হয়। এ জন্য এ সূরাকে সূরা 'আল–ইখলাস' বলা হয়। এ সূরায় মোট চারটি আয়াত আছে। রাসুল (স)

বলেছেন: বিসমিল্লাহসহ 'সূরা আল–ইখলাস' তিনবার পাঠ করলে একবার কুরআন খতম করার সাওয়াব পাওয়া যায়। এ সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। সূরাটি হচ্ছে–

১.কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ্	○ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
২. আল্লাহুস্ সামাদ্	○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ
৩. লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্	○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ
৪. ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ্	○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. রঙিন অক্ষরে লেখা 'সূরা আল–ইখলাস'/(ককশিটে) লেখা মডেলটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিন। এবার পাঠ শিরোনাম 'সূরা আল–ইখলাস' বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন 'সূরা আল–ইখলাস'।

গ. অতঃপর সহজ সরল ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠের বিষয়বস্তু শিশুদের সামনে উপস্থাপন করুন।

১. 'আল–ইখলাস' অর্থ কী?

২. সূরা আল–ইখলাসের আয়াতসংখ্যা কত?

৩. সূরা আল–ইখলাস কোথায় নাযিল হয়?

৪. কোন্ সূরা ৩ বার পাঠ করলে ১বার কুরআন খতম করার সাওয়াব পাওয়া যায়?

পরিকল্পিত কাজ: প্রতিটি আয়াত প্রথমে আপনি শুদ্ধ উচ্চারণে একবার তিলাওয়াত করুন। শিক্ষার্থীদের আপনার উচ্চারণ অনুসরণ করে উচ্চস্বরে পড়তে বলুন। শিক্ষার্থীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন দলনেতা ঠিক করুন। প্রত্যেক দলনেতাকে এক একটি লাইন উচ্চস্বরে পড়তে এবং অন্য সবাই দলনেতাকে অনুসরণ করে উচ্চস্বরে পড়তে বলুন। এভাবে কয়েকবার অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সূরা ইখলাস মুখস্থ করবে।

মূল্যায়ন : নিম্নবর্ণিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনমান পৃথকভাবে যাচাই করে প্রয়োজনে পুনঃশিখন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

(১) সূরা আল–ইখলাসের আয়াতসংখ্যা কত?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি।

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কী হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন–

(ক) কুল হুওয়াল্লাহু .....

(খ) আল্লাহুস্.....

(গ) লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ .....

(ঘ) ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ .....

iii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

(ক) সূরা আল–ইখলাসের প্রথম দুই লাইন মুখস্থ বল।

(খ) সূরা আল–ইখলাসের শেষ দুই লাইন মুখস্থ বল।

সূরা আল- ইখলাস

পঞ্চম অধ্যায়

রাসুল (স)–এর জীবনাদর্শ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৫.১ মহানবি (স)–এর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে জানা।

৫.২ দাঁত পরিষ্কার করা।

৫.৩ নখ কাটা।

৫.৪ পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

৫.৫ কাজের লোকের প্রতি ভালো ব্যবহার করা।

শিখনফল : মহানবি (স)–এর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.১ দাঁত পরিষ্কার রাখবে।

৫.২ নখ কাটবে।

৫.৩ পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

৫.৪ কাজের লোকের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়টি ৫টি পাঠে বিভক্ত।

পাঠ – ১

মহানবি (স)–এর শিক্ষা ও আদর্শ

শিখনফল : মহানবি (স)–এর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে।

ক. আদর্শ কী তা বলতে পারবে।

খ. প্রত্যেক কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলবে।

গ. দাঁত পরিষ্কার রাখবে এবং নখ কাটবে।

ঘ. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

ঙ. কাজের লোকের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, বোর্ড, মার্কার,পাঠ শিরোনাম লেখা কার্ড।

মসজিদে নববি

বিষয়বস্তু : মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুল (স)–এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" আদর্শ হচ্ছে এমন সৎ গুণাবলি যা অনুসরণযোগ্য ও উপকারী। মহানবি (স) জীবনব্যাপী যা কিছু করেছেন, বলেছেন এবং অনুমোদন করেছেন এ সবই তাঁর আদর্শ। মহানবি (স) প্রত্যেক কাজের আগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলতেন। তিনি পাঁচওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করতেন। নামাযের আগে ওযু করতেন। ওযুর সময় দাঁত পরিষ্কার করতেন। খাওয়ার আগে হাত ধুতেন। খাওয়ার পর কুলি করতেন ও দাঁত পরিষ্কার করতেন। শরীর পবিত্র ও পরিষ্কার রাখতেন। মাথার চুল চিরুনি দিয়ে সুন্দরভাবে আঁচড়িয়ে সিতি কাটতেন। পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র ও পরিষ্কার রাখতেন। কাপড়, বিছানা, বালিশ ও সবকিছু গুছিয়ে রাখতেন। সপ্তাহে একবার হাত পায়ের নখ কাটতেন। তিনি সুগন্ধি আতর ব্যবহার করতেন। সাহাবাদেরকে আতর ব্যবহার করতে দিতেন। তিনি বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতেন। তিনি সবাইকে সালাম দিতেন এবং ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি কাজের লোকের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি যা যা খেতেন তাদের ও তাই খেতে দিতেন। তিনি যে পোশাক পরতেন তাদের ও সে রকম পোশাক পরতে দিতেন। কাজের লোকের কাজ কমিয়ে

দিয়ে তিনি নিজেই সে কাজ করতেন। আমরা রাসুল (স)–এর আদর্শ অনুসরণ করব।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. পাঠ সংশ্লিষ্ট ২/৩টি ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন।

১. আদর্শ কাকে বলে?

২. তোমাদের জন্য কার মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে?

৩. মহানবি (স) প্রত্যেক কাজের আগে কী করতেন?

গ. এবার পাঠ শিরোনাম "মহানবি (স)–এর শিক্ষা ও আদর্শ' বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে বলুন "মহানবি (স)–এর শিক্ষা ও আদর্শ'। ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন–

১. আদর্শ কাকে বলে ?

২. তোমাদের জন্য কার উত্তম আদর্শ রয়েছে?

৩. মহানবি (স) প্রত্যেক কাজের আগে কী বলতেন?

৪. তিনি পাঁচওয়াক্ত নামায কীভাবে আদায় করতেন?

৫. তিনি খাওয়ার আগে ও পরে কী করতেন?

৬. তিনি কাজের লোকের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)–এর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখবে।

মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীদের অর্জনমান মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

(ক) তোমাদের জন্য কার উত্তম আদর্শ রয়েছে?

১. পিতা–মাতার ৩. শিক্ষকের

২. নেতাদের ৪. মহানবি(স)–এর

(খ) আমরা রাসুল(স)–এর আর্দশকে কী করব?

ক. প্রশংসা করব খ. অনুসরণ করব

গ. শ্রদ্ধা করব ঘ. ভক্তি করব

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. আদর্শ হচ্ছে এমন সৎ গুণাবলি যা .... ও ....।

খ. মহানবি (সা) প্রত্যেক কাজের আগে ....বলতেন।

গ. ওযুর সময় দাঁত ..... করতেন।

ঘ. প্রত্যেক খাওয়ার আগে হাত ....।

ঙ. মাথার চুল চিরুনি দিয়ে .... আঁচড়িয়ে ... কাটতেন।

চ. পোশাক পরিচ্ছদ ....ও .... রাখতেন।

iii. শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. রাসুল (স) সপ্তাহে কতবার নখ কাটতেন?

২. তিনি কী ব্যবহার করতেন?

৩. তোমরা কার আদর্শ অনুসরণ করবে?

পাঠ–২

দাঁত পরিষ্কার রাখা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. দাঁত পরিষ্কার রাখবে।

খ. প্রতিদিন কীভাবে দাঁত পরিষ্কার করতে হয় তা বলতে পারবে ।

গ. প্রত্যহ কোন্ কোন্ সময় দাঁত পরিষ্কার করতে হয় তা বলতে পারবে ।

ঘ. নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার না করলে কী কী ক্ষতি হয় তা বলতে পারবে ।

ঙ. দাঁত পরিষ্কার করলে কী কী উপকার হয় তা বলতে পারবে।

উপকরণ: দাঁত ব্রাশ করার ভিডিও, চক, ডাস্টার, বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড, মেসওয়াক, ব্রাশ ও পেস্ট।

বিষয়বস্তু : দাঁত মানুষের মুখের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। দাঁতের সাথে আঁতের সম্পর্ক রয়েছে। রাসুল (স) যে কোনো খাবার খেয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করার সময় মেসওয়াক করতেন। রাসুল (স) বলেছেন: "আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হলে আমি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযুর সময় মেসওয়াক করতে আদেশ দিতাম।" আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই। এই খাবারের কিছু কণা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকে। পরবর্তী খাবারের সাথে এ খাদ্যকণা পেটে গিয়ে বিভিন্ন রকমের রোগব্যাধি সৃষ্টি করে। এ খাদ্যকণা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। জীবাণু বাসা বাঁধে। জীবাণুর আক্রমণে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। দাঁতের মাড়ি ফুলে পুঁজ হয়। দাঁত ক্ষয় হতে থাকে এবং দন্তক্ষয় রোগ হয়। দাঁতের গোঁড়া দিয়ে রক্ত বের হয়। দাঁতের গোঁড়া কালো হয়ে শক্ত হয়ে যায়। ফলে আমাদের মন ও শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমাদের কাজ কর্মে ও ইবাদতে অসুবিধা হয়। তাই প্রতিদিন খাবার খাওয়ার পর এবং

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দাঁত ব্রাশ করব। নামাযের জন্য ওযু করার সময় এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা সুন্নাত ইবাদত।

দাঁত পরিষ্কার করার ছবি

প্রতিদিন দাঁত পরিষ্কার করলে দাঁত ঝকঝকে পরিষ্কার, সুন্দর, নিঃরোগ ও ভালো থাকে। পরিষ্কার দাঁত মুখের শোভাবর্ধন করে, দেখতে সুন্দর, কথা ও হাসি মিষ্টি এবং মুখে সুঘ্রাণ থাকে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. পাঠ সংশ্লিষ্ট ২/৩টি ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন।

১. তোমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে কী কর?

২. তোমরা প্রতিদিন কোন্ কোন্ সময় দাঁত ব্রাশ কর?

৩. দাঁত পরিষ্কার করলে কী কী উপকার হয়?

গ. এবার পাঠ শিরোনাম "দাঁত পরিষ্কার করা" বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের ও সরবে বলতে বলুন। ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন এবং নিম্নবর্ণিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন–

১. প্রতিদিন কীভাবে দাঁত পরিষ্কার করতে হয় ?

২. প্রত্যহ কোন্ কোন্ সময় দাঁত পরিষ্কার করতে হয়?
৩. দাঁত পরিষ্কার না করলে কী কী ক্ষতি হয়?
৪. দাঁত পরিষ্কার করলে কী কী উপকার হয়?
৫. দাঁত পরিষ্কার সম্পর্কে রাসুল (স) কী বলেছেন?
৬. দাঁতের সাথে আঁতের সম্পর্ক রয়েছে–বুঝিয়ে বল।

পরিকল্পিত কাজ: কী ভাবে দাঁত পরিষ্কার করতে হয় তা শিক্ষার্থীরা অভিনয় করে দেখাবে।

মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীদের অর্জনমান মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. ইমানের অঙ্গ কী?

(ক). পা ধোয়া (খ). হাত ধোয়া
(গ). হাত পা ধোয়া (ঘ). পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

২. দাঁতের সাথে কিসের সম্পর্ক রয়েছে?

ক. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার খ. আঁতের
গ. রোগবালাইয়ের ঘ. পবিত্রতার।

ii. নিচের অংশটুকু কার্ডে/বোর্ডে লিখে শূন্যস্থানে কি হবে শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন:

ক. দাঁতের সাথে ... সম্পর্ক রয়েছে।
খ. রাসুল (স) যে কোন খাবার খেয়ে ... করতেন।
গ. এ খাদ্যকণা পঁচে মুখে ... হয়। কখনো দাঁত ... হয়ে যায়।
ঘ. অনেক সময় দাঁতের মাড়ি ফুলে ... ...হয়।
ঙ. ফলে আমাদের মন ও শরীর .... হয়ে পড়ে।

iii. শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞেস করুন–

১. তোমরা কোন্ কোন্ সময় দাঁত পরিষ্কার করবে?
২. দাঁত পরিষ্কার করলে কী কী উপকার হয়?
৩. দাঁতের ফাঁকে খাবার লেগে থাকলে কী কী ক্ষতি হয়?

পাঠ–৩

নখ কাটা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

ক. নখ কাটতে পারবে।

খ. কখন কীভাবে নখ কাটতে হয় তা বলতে পারবে।

গ. নিয়মিত নখ না কাটলে কী কী ক্ষতি হয় তা বলতে পারবে।

ঘ. নিয়মিত নখ কাটলে কী কী উপকার হয় তা বলতে পারবে।

উপকরণ: নখ কাটার ভিডিও, চক, ডাস্টার, বোর্ড, মার্কার, পাঠের শিরোনাম লেখা কার্ড ও একটি নেইলকাটার।

শিক্ষার্থীরা নখ কাটছে

বিষয়বস্তু : রাসুল (স) সপ্তাহে একবার হাত–পায়ের নখ কাটতেন। তাই নিয়মিত নখ কাটা সুন্নাত। প্রতি শুক্রবার নেইল কাটার বা ব্লেড দিয়ে খুব সাবধানে নখ কাটতে হয়। নিজেরা নখ কাটতে না পারলে বড়দের সহযোগিতা নিতে হয়। নখ কাটলে হাত–পা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। নখ ঝকঝকে পরিষ্কার, সুন্দর, নিঃরোগ ও ভালো থাকে। শরীর ও মন ভালো থাকে, কাজে ও ইবাদতে মন বসে। পরিষ্কার নখ দেখতেও সুন্দর। নিয়মিত নখ না কাটলে তাতে ময়লা জমে। ময়লা পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। নখে অনেক রোগ হয়। কখনও নখ ফুলে, পাকে, পুঁজ ও ব্যথা হয় এবং পচে নষ্ট হয়ে যায়। এতে খুব দুর্গন্ধ হয়। হাতের নখ বড় হলে তাতে যে ময়লা জমে তা পেটে যায়। পেটে গিয়ে নানা রকম রোগব্যাধি হয়। ফলে আমাদের মন ও শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমাদের কাজ কর্মে ও ইবাদতে অসুবিধা হয়। আমরা নিয়মিত নখ কাটব এবং ভালো থাকব। আত্মীয়স্বজন সকলে পছন্দ করবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (স) খুব ভালোবাসেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. পাঠ সংশ্লিষ্ট ২/৩টি ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন।

১. নিয়মিত নখ না কাটলে কী কী ক্ষতি হয়?

২. নিয়মিত নখ কাটলে কী কী উপকার হয়?

গ. এবার পাঠ শিরোনাম 'নখ কাটা' বোর্ডে লিখুন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও সরবে বলতে বলুন। ছবিটি দৃষ্টির আড়ালে রাখুন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করুন–

১. নক কাটা বলতে কী বুঝ?

২. নিয়মিত কীভাবে নখ কাটতে হয়?

৩. নিয়মিত নখ না কাটলে কী কী ক্ষতি হয়?

৪. নিয়মিত নখ কাটলে কী কী উপকার হয়?

৫. রাসুল (স) সপ্তাহে কতবার হাত পায়ের নখ কাটতেন?

পরিকল্পিত কাজ: কীভাবে নখ পরিষ্কার করতে হয় তা শিক্ষার্থীরা অভিনয় করে দেখাবে।

মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীদের অর্জনমান মূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. নামাযে যাওয়ার আগে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা–

(ক). ফরজ (খ). ওয়াজিব

(গ). সুন্নত (ঘ). নফল।

২. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে শরীর ও মন কেমন থাকে?

(ক). খারাপ লাগে (খ). ভালো থাকে

(গ). সবাই ঘৃণা করে (ঘ). ইবাদত কবুল হয় না।

ii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

(ক) নামাযে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন	পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।
(খ) পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে	পোশাক ব্যবহার করা ফরজ।
(গ) রাসুল (স) বলেছেন: পরিষ্কার	শরীর ও মন ভালো থাকে।

iii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

১. নামাযে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা কী ?

২. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে কী কী উপকার হয় ?

৩. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন ?

পাঠ–৪

পোশাক পরিষ্কার রাখা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে:

ক. নামাযে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা ফরজ তা বলতে পারবে।

খ. প্রতিদিন কীভাবে পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় তা বলতে পারবে।

গ. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা বলতে পারবে।

ঘ. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখার অপকারিতা বলতে পারবে।

ঙ. পোশাক পরিষ্কার রাখা সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসুল (স) এর বাণী বলতে পারবে।

উপকরণ: চক, ডাস্টার, বোর্ড, মার্কার, পাঠ শিরোনাম লেখা কার্ড, পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ছবি।

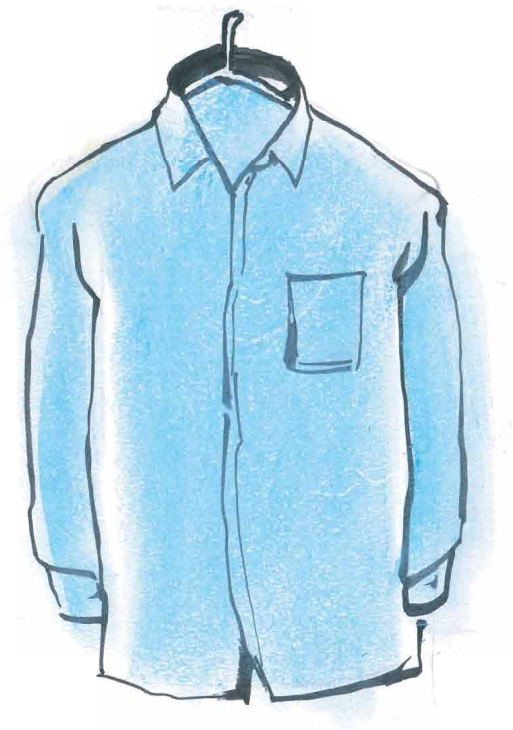

পরিষ্কার পোশাক

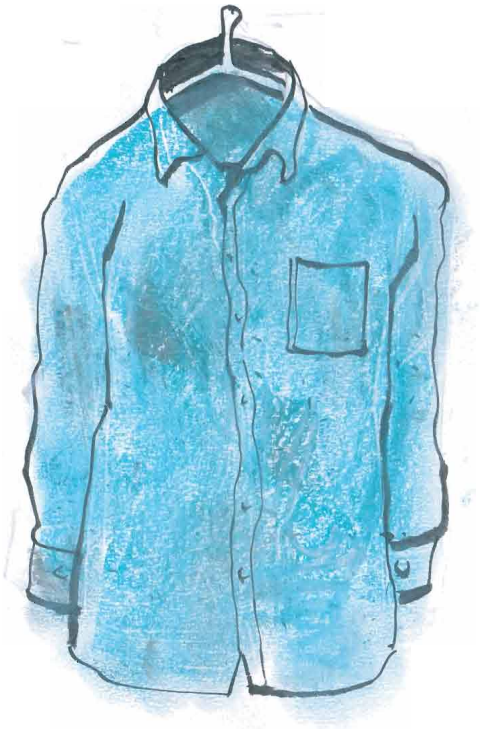

অপরিষ্কার পোশাক

বিষয়বস্তু : পোশাক পরিষ্কার রাখা মানে পোশাকে কোনো ময়লা আবর্জনা না থাকা। আর পরিচ্ছন্ন রাখা অর্থ পরিপাটি রাখা, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা–ইমান, তাকওয়া ও সভ্যতার প্রতীক। নামাজে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা ফরজ। পরিহিত পোশাকে প্রস্রাব–পায়খানা, ময়লা–আবর্জনা লেগে থাকলে নামায আদায় শুদ্ধ হয় না। পোশাকে কোনো ময়লা থাকলে সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে তা দূর করে রোদে শুকাতে হয়। প্রস্রাব–পায়খানা শেষে মাটির ঢেলা বা টয়লেট পেপার এবং পানি ব্যবহার করতে হয়। সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হয়। ভালো করে হাত না ধুলে বিভিন্ন রকম রোগ ব্যাধি হয়।

পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে শরীর ও মন ভালো থাকে। দেখতে ভালো লাগে। বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধি থেকে দূরে থাকা যায়। ইবাদত কবুল হয়। ইমান মজবুত হয়। মাতা–পিতা, শিক্ষক, সহপাঠী, বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই পছন্দ করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (স) খুব ভালোবাসেন।

পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে শরীর ও মন ভালো থাকে না। দেখতে ভালো লাগে না। বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধি হয়। নামায আদায় শুদ্ধ হয় না। ইবাদত কবুল হয় না। ইমান দুর্বল হয়। মাতা–পিতা, শিক্ষক, সহপাঠী, বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলে ঘৃণা করে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল(স) ভালোবাসেন না। পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: তোমার পোশাক পরিষ্কার রাখ। রাসুল (স) বলেছেন: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

খ. পাঠ সংশ্লিষ্ট ২/৩টি ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন–

১. নামাযে পরিষ্কার পরিচ্ছন পোশাক ব্যবহার করা কী?

২. প্রতিদিন কীভাবে পোশাক পরিষ্কার করতে হয়?

৩. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে কী কী উপকার হয়?

গ. এবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের মূলপাঠ উপস্থাপন করুন:

১. নামাযে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা কী?

২. তোমরা প্রতিদিন কীভাবে পোশাক পরিষ্কার কর?

৩. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে কী কী উপকার হয়?

৪. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে কী কী ক্ষতি হয়?

১. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন?
২. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে রাসুল(স) কী বলেছেন?
৩. হাত ভালোভাবে না ধুলে কী কী ক্ষতি হয়?

পরিকল্পিত কাজ: কীভাবে পোশাক পরিষ্কার করতে হয় তা শিক্ষার্থীরা অভিনয় করে দেখাবে।

মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীদের অর্জনমান মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন :

১. নামাযে যাওয়ার আগে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা–

(ক). ফরজ (খ). ওয়াজিব
(গ). সুন্নত (ঘ). নফল।

২. পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে শরীর ও মন কেমন থাকে ?

(ক). খারাপ থাকে (খ). ভালো থাকে
(গ). কষ্ট লাগে (ঘ). ইবাদত কবুল হয় না।

ii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

(ক) নামাযে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন	শরীর ও মন ভালো থাকে।
(খ) পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে	পোশাক ব্যবহার করা ফরজ।
(গ) রাসুল (স) বলেছেন: পরিষ্কার	পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।

iii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

(ক) নামাযে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা কী?
(খ) পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে কী কী উপকার হয়?
(গ) পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন?

পাঠ–৫
কাজের লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করা

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

ক. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারবে।
খ. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ফরয তা বলতে পারবে।
গ. কাজের লোকদের সাথে কীভাবে ভালো ব্যবহার করতে হয় তা বলতে পারবে।

গ. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করার উপকারিতা বলতে পারবে।

ঘ. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার না করার অপকারিতা বলতে পারবে।

ঙ. এ সম্পর্কে রাসুল (স)–এর বাণী বলতে পারবে।

উপকরণঃ চক, ডাস্টার, বোর্ড,মার্কার, পাঠ শিরোনাম লেখা কার্ড, কাজের লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করার ছবি ।

কাজের লোকের সাথে ভালো ব্যাবহার

বিষয়বস্তু : বাড়িতে যারা বিভিন্ন কাজ করে তাদেরকে কাজের লোক বলে। কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা অর্থ এমন ব্যবহার করা যাতে তাদের শরীর ভালো এবং মন খুশি থাকে। রাসুল (স) বলেছেন: নিজে যা খাবে তাদের তা খেতে দিবে। নিজেরা যেরূপ পোশাক পরবে তাদের তা পরতে দিবে। নিজেরা যেমন আরাম আয়েশের বিছানা ব্যবহার করবে তাদেরও তা দিবে। তবেই তাদের শরীর ও মন ভালো এবং খুশি থাকে। যায়েদ (রা) নামে রাসুল (স)–এর একজন কৃতদাস কাজের লোক ছিলেন। তাঁর সাথে তিনি খুব ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি যা যা খেতেন তাঁকেও তাই খেতে দিতেন। তিনি যে পোশাক পরতেন তাঁকেও সেরকম পোশাক পরতে দিতেন। কাজের লোকের কাজ

কমিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই সে কাজ করতেন। একদিন সেই যায়েদ (রা)–এর বাবা সাবেত (রা), যায়েদ (রা)–কে তাঁর বাড়িতে নিতে এল কিন্তু যায়েদ (রা) রাসুল (স)–কে ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। যায়েদ (রা) আজীবনের জন্য রাসুল (স)–এর কাছে রয়ে গেলেন। হযরত শোয়াইব (আ) এর কাজের লোক ছিলেন বিখ্যাত নবি ও রাসুল হযরত মুসা (আ)। তিনি তাঁর সাথে মধুর ব্যবহার করতেন। তাঁকে নিজ বাড়িতে ১০বছর থাকতে দিয়েছিলেন। নিজের মেয়ে সারা (রা)–কে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) ছিলেন অর্ধজাহানের বাদশা। জেরুজালেম সফরকালে তিনি পালাক্রমে তাঁর ভৃত্যকে উটের ওপরে বসিয়ে নিজে উটের দড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষে জেরুজালেমের সভাসদ উটের ওপরে ভৃত্যকেই বাদশা মনে করে স্বাগত জানিয়েছিল। এই ছিল কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার সম্পর্কিত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ইমান, তাকওয়া ও সভ্যতার প্রতীক। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা আবশ্যক। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তাদের শরীর ও মন ভালো থাকে। তাদের দেখতে ভালো লাগে। তারা মনের আনন্দে সুন্দরভাবে বেশি পরিমাণে কাজ করে। মনিবের অনুগত থাকে, শ্রদ্ধা করে। প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইমান ও তাকওয়া মজবুত হয়। সমাজের সবাই প্রশংসা ও পছন্দ করে। আল্লাহ খুব ভালোবাসেন।

কাজের লোকদের সাথে মন্দ ব্যবহার করলে তাদের শরীর ও মন খারাপ হয়। তাদেরকে দেখতে ভালো লাগে না। তারা মলিনমুখী দুঃখী মনে থাকে। মন দিয়ে কাজ করতে চায় না। কাজে অমনোযোগী ও মনিবের অবাধ্য হয়। কাজে অলসতা ও ত্রুটি করে। প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা ও বিপদ সৃষ্টি করে। ফলে মনিবকে খুব পেরেশান হতে হয়। আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ইমান ও তাকওয়া দুর্বল হয়। সমাজের সবাই অপছন্দ করে, মন্দ বলে। কাজের লোকদের সাথে মন্দ ব্যবহারকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

ক. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন–
পাঠ সংশ্লিষ্ট ২/৩টি ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন–

১. কাজের লোক কাকে বলে?

২. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা অর্থ কী?

খ. এবার প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের মূলপাঠ উপস্থাপন করুন:

১. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা অর্থ কী?
২. কাজের লোকদের সাথে প্রতিদিন কীভাবে ভালো ব্যবহার করা যায়?
৩. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে কী কী উপকার হয়?
৪. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার না করলে কী কী ক্ষতি হয়?
৫. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে রাসুল (স) কী বলেছেন?
৬. কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহারের দুইটি ঐতিহাসিক উদাহরণ দাও।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহারের উদাহরণ বলবে।

মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীদের অর্জনমান মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন–

i. প্রশ্নোত্তরগুলো কার্ডে/বোর্ডে লিখে সঠিক উত্তর কোনটি বের করতে বলুন–

১. রাসুল (স) কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

(ক). মন্দ ব্যবহার (খ). খুব ভালোব্যবহার
(গ). কর্কস ব্যবহার (ঘ). কোনোটাই না

২. কাজের লোকদের সাথে মন্দ ব্যবহারকারীকে–

(ক). সবাই ভালো বলে (খ). কাজের লোকেরা শ্রদ্ধা করে
(গ). সবাই পছন্দ করে (ঘ). আল্লাহ পছন্দ করেন না।

ii. চার্টটি বোর্ডে লিখে বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য মিল করতে বলুন :

(ক) নিজে যা খাবে	তাদের তা পরতে দিবে।
(খ) নিজেরা যেরূপ পোশাক পরবে	কাছে রয়ে গেলেন।
(গ) যায়েদ আজীবনের জন্য রাসুল (স)–এর	তাদের শরীর ও মন ভালো থাকে।
(ঘ) তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে	তাদের তা খেতে দিবে।

iii. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন –

(ক) কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার কাকে বলে?
(খ) কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে কী কী উপকার হয়?
(গ) তোমরা কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে ?

সাধারণ নির্দেশনা

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষককে শিখন– শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. শিক্ষক প্রতিটি পাঠের প্রস্তুতি গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট পাঠটি কয়েকবার গভীর মনোযোগসহ পড়বেন।

২. শিক্ষক নির্দেশিকার পাঠসংশ্লিষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন।

৩. শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে সালাম ও কুশল বিনিময় করবেন।

৪. পাঠ শিরোনাম " --------- " বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।

৫. শ্রেণিকক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ, আনন্দদায়ক, নান্দনিক ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলবেন।

৬. শিখন– শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৭. পঠন–পাঠন আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করবেন। এসব উপকরণ ছুটি বা অবসর সময়ে তৈরি ও সংগ্রহ করে স্কুলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

৮. পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি/ চার্ট যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ছবিটি দেখতে বলবেন।

৯. উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতার সাথে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সম্পৃক্ত করবেন।

১০. ছোট ছোট ও সহজ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের কথায় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

১১. পাঠের মূল বিষয় বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের সরবে বলতে ও লিখতে বলবেন।

১২. শিক্ষককেন্দ্রিক বক্তৃতাদান পদ্ধতি যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করবেন।

১৩. মূল্যায়নে শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনী প্রশ্নাবলির বাইরেও শিখনফলকেন্দ্রিক প্রশ্ন করবেন।

১৪. ভুল উত্তর দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের কখনও তিরস্কার করবেন না বা শাস্তি দেবেন না।

১৫. সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের "ধন্যবাদ" জানিয়ে প্রশংসা করা আবশ্যক।

১৬. মূল্যায়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা করবেন।

১৭. শিক্ষার্থীদের দেওয়া পরিকল্পিত কাজ শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন।

১৮. বিদ্যালয়ের নিকট পরিবেশ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যগুলোর শিখন– শেখানো কার্যাবলি যথাসম্ভব শ্রেণিকক্ষের বাইরে পরিচালনা করবেন।

১৯. শিখন–শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য মাঝে মাঝে অভিভাবকদের সাথে আলাপ–আলোচনা করবেন।

সমাপ্ত